সাইরাহ শুহাইবিল

হাসান ফারদিন নাহিন



উৎসর্গ

ভবিষ্যৎ

অর্ধাঙ্গিনীকে

সাইর‍্যাহ শুহাইবিল

সাইরাহ শুহাইবিল ০১

শুহাইবিল রেল লাইন ধরে হাটছে, পাশে মেয়েটিও হাটছে ! কোথায় যাচ্ছে ওরা জানেনা, ও হাটছে মেয়েটির সাথে সাথে ।

- আমরা কোথায় যাচ্ছি ?
- প্রতিদিন আমরা যেখানে যাই, সেখানেই ।
- আমি তো ওই পথে যেতে চাইনা, আমার ভাল লাগেনা ।
- এখন এমন বল কেন ? জায়গাটা অনেক সুন্দর । আস্তে হাটছো কেন ? তাড়াতাড়ি আসো ।

হাটতে হাটতে ওরা চলে যায় বিশাল এক রেল ব্রীজের কাছে, মেয়েটি অনেকটা পিছিয়ে গেছে, শুহাইবিল আগে ব্রীজের স্লিপারে পা রাখল, ও রেল ব্রীজের উপরে হাটতে ভয় পায়, তার উপরে সে সাতার জানেনা । ওর মন শুধু মাত্র স্লীপারের দিকেই, সে মন দিয়ে হাটছে, নিচে অথৈই পানি । হঠাৎ খেয়াল

করল সাথে মেয়েটি নেই, ইতিমধ্যেই ও প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে, ওর শরীর রীতিমত ঘামতেছে, হাত পা কাঁপছে, সব অবশ হয়ে যাচ্ছে। কানে বেজে আসছে ট্রেনের হুইসিল। ও শুনতে পাচ্ছে কে যেন পচন্ডভাবে হাসছে, ডাঙায় দাঁড়িয়ে সে হাসছে, ট্রেন এগিয়ে আসছে, হাসিতে ফেটে পড়ছে চারিদিক, রেলওয়ের ৬৫ সিরিজের শক্তিশালী ইঞ্জিনের গোঙানি ও কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে, শব্দটা এগিয়ে আসছে, খুবই দ্রুত শব্দটা মাথায় পিছনে চলে আসল।

শুহাইবিল ঘেমে গেছে, এই ৬ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও, গা থেকে ঘাম ঝরছে, বাম পাশে ৩ বার থুথু দিয়ে সে আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। লেপ আর মোটা কম্বল থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় বসে পরে। এই স্বপ্ন টা ও আগে একবার দেখেছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রথম বর্ষের ছাত্র সে। ৩ বছর পরে স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি দেখে অনেকটাই হতভম্ব হয়ে যায় শুহাইবিল।

সাইরাহ পাশেই ঘুমিয়ে আছে, ও টের পায়নি। টের পাবেই বা

কিভাবে, কিছুটা সময় আগেই ওরা শুয়েছিল, দুজনেই রাতের মধ্য অংশটা একসাথে তাহাজ্জুদ পড়ে কাটিয়েছে। আবার প্রতি রাতে ওকে ইলম শিক্ষাও দেয় সাইরাহ, সাথে আরবী ভাষা। সাইরাহ হয় শিক্ষক, আর শুহাইবিল হয় অনুগত ছাত্র।

সাইরাহ সুলাইম, শুহাইবিলের স্ত্রী। জাতিগত দিক দিয়ে মেয়েটা আরব, জন্ম তায়েফে, পড়াশুনা ফিক্বহ তে মক্কার উম্মুল কুর'আ বিশ্ববিদ্যালয়, বাবা দ্বীন প্রচারের খাতিরে আরব থেকে প্রথমে আসেন পাকিস্তানে, সেখান থেকে চলে আসেন বাংলাদেশে, সাথে সম্পুর্ণ পরিবার।
মেয়েটার ঝুলিতে থাকে ফিক্বহতে ফেলোশিপ এর ডিগ্রি।

দ্বীনের উপরে শুহাইবিল এর পড়াশুনা খুব বেশী নেই, বাংলায় কুর'আনের অনুবাদ, হাদিস গ্রন্থ, ফিক্বহের কিতাবের অনুবাদ আর শায়খ দের লেকচার শুনে দ্বীনের পথে হাটে সে, ইলম এর গভীরতা আর ১০ জন জেনারেল লাইনে পড়ুয়া দ্বীনের উপরে থাকতে চেষ্টাকারী যুবকদের মতই।

মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাটুর কিছুটা নিচ পর্যন্ত যোব্বাতে ওকে আলেমদের মতই দেখায়। রাস্তা ঘাটে মানুষ ওকে আলেম ভেবে হুজুর বলেই সম্বোধন করে। সবে মাত্র বয়স ২৪। পড়াশুনা তখনো শেষ হয়নি, কেবল মাত্র ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে মাত্র।

শুহাইবিল, ওয়াশরুম থেকে ওযু করে এসে সাইরাহর পাশে শুয়ে পরে, অনেকটা উপুর হয়েই সে সাইরাহর দিকে তাকিয়ে থাকে, আলিমাটাকে দেখতে ঠিক ঘুমন্ত রাজকন্যার মত লাগে। শুহাইবিল মাঝে মাঝে মেয়েটাকে রাগিয়ে দেয়ার জন্য মুফতি সাহেবা বলে ডাকে, মেয়েটাও রেগে যায়, বলে, "তোমার কাছে আমি শুধুই সাইরাহ, সাইরাহ বাদে অন্য কিছু বললে, মাথা ফাটাই ফেলবো।" মেয়েটার ঠোট উলটানো রাগ দেখে শুহাইবিল হাসে। মেয়েটাও তাকিয়ে থেকে স্বামীর হাসির দিকে, একসময় মেয়েটাও হাসতে থাকে। সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে সারাটা ঘর।

শুহাইবিল বিছানায় বসে ভাবতে থাকে অতীতের কথা গুলো, অতীত জীবন, অন্ধকার অতীত। লক্ষ্যহীন জীবন টা যখন রেললাইনের পথ ধরে এলো মেলো ছুটে বেড়াচ্ছিল তার, তখন তার পাশে আবির্ভূত হয় একটা মেয়ে, শুরু হয় একটা অন্ধকার জীবন, নিকষ কালো। সে দ্বীনকে তখন ও বুঝতে শেখেনি, সেই মেয়েটার মোহে নিকষ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল সে। মেয়েটার সাথে জীবনের সেই রেললাইন ধরে হাটতে হাটতে সে পৌছে যায় সেই রেল ব্রীজের কাছে, পিছিয়ে যায় মেয়েটি, আর শুহাইবিল চলে যায় ব্রীজের মাঝে, এগিয়ে আসে ট্রেনটি, শুহাইবিলের কাছে শয়তানের ধোকা পরিষ্কার হয়ে যায়, শুহাইবিল বুঝতে পারে, এসেছে সত্য, ধ্বংস হয়েছে মিথ্যা, নিশ্চই মিথ্যা, ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য।

শুহাইবিল দ্বীন কে বুঝতে শেখে, সে বুঝতে শেখে, বিবাহের আগের এই সম্পর্ক হারাম, হারাম,চিরতরে হারাম। সব শেষ করে ফেলতে চায়, মেয়েটির চোখের পানি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, দাত চেপে শুহাইবিল এড়িয়ে যায় সেই চোখের পানি।

আল্লাহ্‌র ফয়সালায় ও হাসি মুখেই সন্তুষ্ট ছিল, শুহাইবিলের

মাথা নিচু হয়ে আসে, ঝাপসা হয়ে আসে চোখ দুটো, ভাবতে থাকে কত্তটা অবাধ্যতা করেছি মহান রবের। যিনি তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। দ্বীনকে চিনিয়েছেন। তওবা করতে থাকে ও।

শুহাইবিল ভাবতে থাকে সেই আলোকে নিয়ে, সাইরাহ সুলাইম, ওর স্ত্রী। ওদের বিয়ের প্রস্তাবের দিন গুলোর কথা। কতটাই না অবাক হয়েছিল শুহাইবিল ! যেদিন প্রথম শুনেছিল ওর মত বেকার, যার পড়াশুনাই শেষ হয়নি তখনো, তাকে একজন আলিমা ও তার পরিবার তাকে মেয়ে জামাই হিসাবে পাওয়ার জন্য আগ্রহী। সেদিন খুশিতে রবের কাছে মাথানত করে খুব কেঁদেছিল।

শুহাইবিল অনেক বুঝিয়ে তার পরিবার কে রাজি করায়, বিয়েটা হয়ে যায় ওদের। সুখি একটা ছোট্ট পরিবার, যাতে থাকে মহান রবের রহমত। খুব একটা সচ্ছল ছিল না ওরা, শুহাইবিলের বিশ্ববিদ্যালয় এর খরচের অনেকটা সাইরাহ নিজের কাধে তুলে নিয়েছিল, মেয়েটার লেখা লেখির অভ্যাস ছিল আগে থেকে, দ্বীনের বিভিন্ন ফতোয়ার ২ টি বই ও লিখে ফেলেছিল বিয়ের

আগে। সাইরাহর লেখালেখি করে যতটা আয় হতো আর শুহাইবিল এর পরিবারের সাপোর্ট, এই দুই মিলিয়েই ওরা চলছিল।

শুহাইবিল ভাবতেই থাকে, একজন মেয়ে যাকে কিনা কোন গায়রে মাহরাম দেখেনি, সে কত্ত বড় রহমত স্বরুপ, নেক স্ত্রী হিসাবে, কত্ত বড় নিয়ামত মহান রবের পক্ষ থেকে। বুঝতে পারে, মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ত্যাগ করলে, সেটার প্রতিদান সত্যিই অনেক অনেক বেশী দামী হয়। শুহাইবিল, ভাবতেই থাকে।

ফযরের আযানে ওর ঘোর ভাঙে। চোখ গুলো থেকে কখন যেন ছলছলিয়ে পানি পড়েছে, ও টেরই পায়নি। পাশ ফিরে দেখে সাইরাহ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

- কি ব্যাপার আপনি কাদছেন কেন ? ঘুমান নাই ?
- ঘুমাইছিলাম, ওই স্বপ্ন টা কেন জানি আবার দেখলাম।
- কোনটা ? রেল ব্রীজ নিয়ে ?

- হুম।

- বাম পার্শ্বে ৩ বার থুথু ফেলেছিলেন ?

- হুম। আল্লাহ্ সকল খারাপ থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ, আর অতীত কে নিয়ে ভাববেন না, ওই ভুল গুলোর জন্যই আজ হয়ত আপনি সত্যকে বুঝতে পেরেছেন, আমি আপনাকে পেয়েছি।" বলে সে শুহাইবিল কে জড়িয়ে ধরে, শুহাইবিল, সব ভুলে যায়। এত্ত ভালবাসা দেখে, রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে থাকে ও। শুহাইবিলের চোখের পানি গুলো তার চক্ষু শীতল কারী সাইরাহ সুলাইমের কাধ ভিজাতে থাকে। মেয়েটাও কাদে।

মেয়েটা স্বামীকে ফযরের সালাতে পাঠিয়ে দেয়, নিজেও দাঁড়িয়ে যায়, সালাতে।

নতুন সকাল শুরু হয়, নতুন আরেকটি স্বপ্নের শুরু হয়, দুজনার জান্নাতের পথে ছুটে চলার।

সাইরাহ শুহাইবিল ০২

"" হায়। আজ প্রিয়তমা খাদিজাও মৃত্যু শয্যায়।
মাঝরাত। পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রেম মুহাম্মদের কোলে মাথা রেখে তাঁর ২৫ বছরের সহধর্মিণী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিভৃতে চলে গেলেন আল্লাহর কাছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোবা কান্নায় আছড়ে পড়লেন প্রিয়তমার শয্যা পাশে।

কোথাও কেউ নেই। চারদিকে কী নিস্তব্ধ আজ মক্কার আঁধার রাত্রী। হায় বেদনা। হায় যাতনা। হায়, অশ্রুর বিয়াবানে বুঝি সমাধি হলো এ ভালোবাসার যুগল। ""

শুহাইবিল আর পড়তে পারে না, ও কান্নার শব্দ ঢাকার জন্য এক হাতে মুখ টা চেপে ধরে আরেক হাতে "প্রিয়তমা" বইটা বুকে চেপে ধরে আছে, সাইরাহ এত্ত ক্ষন পাশে শুয়ে মন দিয়ে খাদিজা রা: এর গল্প শুনতেছি। প্রাণপ্রিয় প্রিয়তমার ইন্তিকাল ও রাসুলের ভেঙে পড়ার কথা গুলো শুহাইবিলের মুখে শুনে,

সাইরাহর চোখের পানি কানের ধার দিয়ে বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। শুয়ে থেকেই প্রিয়তম শুহাইবিলের মাথাটা বুকে নেয়ার চেষ্টা করছে ও। শুহাইবিলের চোখের মারাত্মক সমস্যা, কাদলেই সমস্যা টা আরো বেড়ে যাবে, কিন্তু শুহাইবিল কেদেই চলেছে।

সাইরাহ অনেক কষ্ট করে, বিছানায় উঠে বসার চেষ্টার করে, শরীর টা খুব দুর্বল। বেশ কয়েকদিন যাবত ওর জ্বর, ডাক্তার কারণ বলতে পারেনি, ঔষুধ দিয়ে বলেছিল, বেশ কয়দিন জ্বর টা থাকবে। বিশ্রাম নিতে।
সাইরাহ কে উঠতে দেখে শুহাইবিলের হুশ ফিরে এল, বইটা ছেড়ে দিয়ে সাইরাহ কে ধরে ও।

- তুমি এভাবে উঠতেছো কেন ?
- আপনি এভাবে কাদবেন, সেটা তো আমার মোটেই সহ্য হয় না।
- জানো ! রাসুল ছা: ও আমার মা খাদিজা রাঃ কে প্রাণের থেকেও অনেক বেশী ভালবাসি,, তাই খুব কান্না পাচ্ছে।

সাইরাহ তবুও উঠে বসতে চেষ্টা করে।

- প্লিজ তুমি শুয়ে যাও, এমন করিও না। তুমি এমন অসুস্থ হয়ে থাকলে আমার খুবই কষ্ট হয়।
- আচ্ছা ঠিকাছে, কিন্তু আপনি আর কাদবেন না।

সাইরাহ এভাবেই "আপনি-আপনি" বলে স্বামীকে সম্মান দিয়ে কথা বলে, যদিও বয়সের দিক দিয়ে সাইরাহ দেড় মাসের বড়, শুহাইবিলের।

শুহাইবিল আর কাদছে না, চোখ গুলো লাল হয়ে আছে, লাল চোখে পরম মমতায় ও তাকিয়ে থাকে অসুস্থ প্রিয়তমার দিকে, কয়েকদিনের জ্বরে মেয়েটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে।

৪ দিন যাবত শুহাইবিল বাসা থেকে বের হচ্ছে না, সাইরাহ’র পাশে বসে থাকে সব সময়।। প্রিয়তমাকে এমন অসুস্থ অবস্থায় এই প্রথম দেখছে ও, হারানোর ভয়ে মাঝে মাঝেই সাইরাহ সেবা করতে করতে কেঁদে ওঠে। সেই কান্না থামাতে

সাইরাহ কে ভালই বুঝ দিতে হয়, শুহাইবিল কে। কিন্তু তাহাজ্জুদ এর সালাতের দোয়ায় শুহাইবিলের কান্নায়, সাইরাহ ও নিরুপায় হয়ে যায়, থামাতে পারে না ছেলে টাকে। এভাবেই চলছে কিছু দিন ধরে।

ভার্সিটির সেমিষ্টার ফাইনাল এক্সামের ও ২ টা মিস হয়ে গেছে। সাইরাহ বার বার জেদ করেছিল, যেন এক্সাম টা দেয়, কিন্তু নাছোড়বান্দা শুহাইবিল কে রাজি করাই তে পারেনি।

- আপনি এমন কেন ?

নিরবতা ভেঙে কথা বলে উঠল সাইরাহ।

- কেন আমি কেমন করলাম ?

- এই যে সামান্য অসুস্থ হইলেই আপনি এমন হয়ে যান, মেয়েদের মত করে কাদেন। এক্সাম গুলো ও মিস দিলেন। এখন তো আবার এক্সাম দিতে ফরম ফিল-আপ এ অনেক গুলো টাকা লাগবে, কিভাবে ম্যানেজ হবে টাকা গুলো, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।

- চিন্তা করো কেন, রিযিকের মালিক আল্লাহ্, সব ব্যবস্থা

আল্লাহ্ ই করে দিবেন।

সাইরাহ'র প্রতি অনেকটা গম্ভীর হয়েই উত্তর দেয় ও।

- হাল্কা কিছু খাবা এখন? ক্ষুধা লাগছে?

- কেবল তো ১১ টা বাজে, আর আপনি যোহরের সালাত পড়ে আসেন, তারপরে একসাথে খাবো, ইনশাআল্লাহ।

- যোহর তো আরো আড়াই ঘন্টা বাকি আছে। কেক বা বিস্কুট জাতীয় কিছু খাইলে, নিচের দোকান থেকে কিনে আনতাম।

- নাহ থাক, কিছু খাবো না। অযাথা টাকা নষ্ট করার দরকার নাই।

- তুমি কি টাকার চিন্তা করতেছো?

- নাহ আসলে, আমার কাছেও আর খুব বেশী টাকা নেই, মাসের তো আরো ১৩ দিন বাকিই আছে।

- হোক না, ব্যবস্থা একটা করে দিবেন ই আল্লাহ ! ইনশাআল্লাহ।

শুহাইবিল চুপ করে থাকে, সাইরাহর সাথে কথা না বলে, ঘরের শুন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, গাল বেড়ে পানি পড়তে থাকে !

- আবার?

শুহাইবিল অনেকটা কাঁদো কাঁদো হয়ে জিজ্ঞাসা করে,

- অনেক তো কষ্ট করতেছো আমার জন্য।

সাইরাহ কিছু বলতে যাবে, কিন্তু শুহাইবিল ওকে থামিয়ে দেয়
।

- সারাটা দিন ছোট ছোট মেয়ে দের কুর'আন পড়িয়ে হাদিয়া যা পাও, সেটার সম্পুর্ণ টাই তো আমার হাতেই তুলে দাও। দেখনা, কতটা নিষ্কর্মা হয়ে আমি বসে থাকি, তোমাকে কিছুই দিতে পারি না, তোমাকে জামা কাপড় ও ঠিক মত দিতে পারিনা, সব পুরাতন হয়ে গেছে। ঈদে আমার বাবা-মা যা কিনে দেয়, সেটা দিয়েই তোমার সারা বছর চলে যায়। বাইরে প্রাইভেট পড়িয়ে যা ইনকাম হয়, সেটা তো বাসা ভাড়ার পিছেই চলে যায়। তোমাকে কিছুই দিতে পারিনা।

শুহাইবিল কথা বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, সাইরাহ ওর মাথাটা বুকে জড়িয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলতে থাকে
।

- কে বলেছে আপনি কিছু দেন না ? দেখুন না আমি কতটা সুখি।

আপনি আমাকে প্রতিটা বেলা মুখে তুলে খাইয়ে দেন। আমার চুল আচঁড়িয়ে দেন প্রতিদিন। হাতে মেহেদি লাগিয়ে দেন। প্রতিদিন বের হওয়ার সময় আমার কপালে চুমু দিয়ে আপনি বাইরে বেড়িয়ে যান।

আপনি একটু আগে, খাদিজা রা: ও রাসুল ছা: এর জীবনী পড়লেন না ? খাদিজা রা: এর মত সুখি কি আর কেউ ছিলেন ? অথচ, রাসুলের ঘরে দিনের পর দিন চুলা জ্বলেনি।

শিয়াবে তালিব উপত্যকায় যখন রাসুল ছা: এর সাথে বছরের পর বছর অনা হারে অর্ধাহারে খাদিজা রা: ছিলেন, তিনি কি এক মুহুর্তের জন্যও কল্পনা করেছিলেন, যে তিনি অসুখী ? তিনি কিন্তু আরবের অন্যতম ধনী ছিলেন !

তিনি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ও স্বামীকে প্রচন্ড ভালবাসার জন্য স্বামীর কাধে কাধ মিলিয়ে অনা হারে অর্ধাহারে জমিনের বুকে সব চেয়ে সুখি থাকতে পারেন।

আমি ও আল্লাহ্ র এক অধম বান্দি হয়ে, আমিও উম্মুল

মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা: কেই ফলো করি। আমিও বলে দিতে চাই, আলহামদুলিল্লাহ্, আপনার সাথে আমি আমার জীবনের সব থেকে সুখের মুহুর্ত গুলো অতিক্রম করছি।

শুহাইবিলের কান্নাটা আরো বেড়ে গেছে, সাইরাহর কথায়। সাইরাহ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, নিজেও কাদছে। শুহাইবিল, কান্না জড়িত কণ্ঠে বার বার বলতে থাকে, "হে আল্লাহ্, আমি ওর উপরে খুশি, তুমিও আমার সাইরাহর উপরে খুশি হয়ে যাও।

সাইরাহ শুহাইবিল ০৩

সকাল থেকেই বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, শুহাইবিল ভার্সিটি যাইতে পারে নাই বৃষ্টির জন্য।

যাক, আজকের দিনটা ও ভাল মত সময় দিতে পারবে সাইরাহ কে।

কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরে থেকেই মুফতি সাহেবার মেজাজ চরমে। মুখ গোমরা করে আছে। শুহাইবিল কয়েক বার জিজ্ঞাসা করতেছে যে, কি হইছে।

নাহ, মুফতি সাহেবার একটাই কথা, কিছু হয়নাই।

- বল না কি হইছে ?
- বললাম না কিছু হয় নাই।
- কিছু না হইলে কেউ এমন চোখ মুখ আন্ধার করে রাখে ?
- আন্ধার মানে কি ?
- আন্ধার মানে হইল অন্ধকার, ইংলিশে ডার্ক, ও তুমি তো

আবার মুক্ক সুক্ক মানুষ, আঞ্চলিক বাংলা বোঝ না। সৌদি পাবলিক হইলে যা হয় আরকি।

- শোনেন বাংলা শিখছি এইটা আপনার ভাগ্য।

- তা আমি বুঝি আরবী শিখি নাই? তুমি একলাই বাংলা শিখছ খালি?

- আপনি আরবী শিখছেন ক্যান আমি তো জানিই।

- কি জানো?

- ওই যে নামাযে সুরার কোন অর্থ বোঝেন না, খালি শুনে যান, সেই জন্য শিখছেন। আমিই আরবী শিখাইলাম আর এখন আপনিই আমাকে বলেন, আমি মুর্খ?

- আচ্ছা যাই হোক। শিখছি তো। কথা তো বলতে পারি। ওতেই হবে।

- চুপ। আর একটা কথাও বলবেন না আমার সাথে।

- এত রাগ করে আছো কেন? কারণ টা তো অন্তত বল।

- চুপ করতে বলছি না? কথা বলব না আর আমি আপনার সাথে।

শুহাইবিলের খুব হাসি পাচ্ছে মুখ টিপে টিপে হাসতেছে,,

সাইরাহ রাগে লাল হয়ে অন্য মুখ হয়ে বসে আছে। ঘরের মাঝেই টোনা-টুনির মিষ্টি ঝগড়া গুলো বৃষ্টির শব্দের যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। সাইরাহ তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে, শুন্যের মাঝে বৃষ্টির খেলার দিকে।

- সাইরাহ।

- (চুপ)

- কথা তো অন্তত বল। সকাল থেকে খাইনাই কিছুই,, আসো, কিছু তো অন্তত খাই, ক্ষুধা লাগছে।

সেই ২ ঘন্টার বেশী হইল, ওই খানে ঘাপটি মেরে বসে আছো, কিছুই তো রান্না ও করনি।

- সব ভুলে যান কেন? মন কই পড়ে থাকে?

- ক্ষুধার সাথে মনের কি সম্পর্ক? বুঝাই কও

- আজ কি বার? ফোনে চেক করেন।

- আজকে সোমবার।

- সোমবার কি?

- সোমবার কি মানে? সোমবার, সোমবার ই।

- হাদিস মনে নাই?

- কোন হাদিস ?

- তা মনে থাকবে কেন ? বুক শেলফ থেকে ইবনু মাজাহ, সুনানে নাসাঈ, জামে আত তিরমিজি আর মুসনাদে আহমদ টা নিয়া আসেন ।

- আরবী ভার্শন টা নাকি বাংলা ভার্শন টা নিয়া আসব ?

- যেটা দিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে সেটাই নিয়ে আসেন ।

শুহাইবিল ভদ্র ছেলের মত বুক শেলফ থেকে বাংলা ভার্শনের কিতাব গুলো নামিয়ে নিয়ে আসে, হাজার হোক বাঙালী তো, দেখে দেখে বাংলা গুলো নিয়েই সাইরাহ র দিকে এগিয়ে যায় ও । বুক টা কাপতেছে, এই মেয়ে বড়ই ডেঞ্জারাস, হাদিসের কিতাব নিয়ে কেন ডাকল, শুহাইবিল বুঝতেছেনা । কোন বড় ধরণের অপরাধ করে ফেলছে নাকি, যে ডাইরেক্ট বাতিল ফতোয়া দিয়ে দিবে ওকে, সেইজন্যই হয়ত কিতাব আনতে বলল, রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে, ওকে বাতিল ঘোষণা করে দিবে ।

বুকের কাঁপাটা এবার হাতুড় স্টাইলে আঘাত করতে থাকল ।

কোন দুঃক্ষে যে বিয়া নিয়ে এত্ত লাফাইতাম, আর কেনই বা বিয়া করতে গেলাম, তাও আবার মুফতি কে। কিছু হইলেই কিতাব বাহির করে খালি।

- আনছেন ?

- হু।

কিতাব গুলো এগিয়ে দেয় ও।

- আমাকে দিচ্ছেন কেন ?

- তুমিই না আনতে বললা।

- হুম, আমি নম্বর বলব, হাদিস গুলো বের করে শুনাবেন আমাকে। মুফতি সাহেবার গম্ভীর জবাব।

শুহাইবিল বুঝতেছে না, কি হচ্ছে। সে এক অজ্ঞাত অপরাধে অভিযুক্ত। তাই মুফতি সাহেবা যা বলতেছে মেনে চলতেছে।

- হুম বল।

- ইবনু মাজাহ ১৭৩৯ বের কর, নাসাঈ ২১৮৭, তিরমিজি ৭৪৫, আর মুসনাদে আহমাদ ২১৭৫৩ বের করেন।

পৃষ্ঠ ওল্টা উল্টি করে শুহাইবিলের মুখে হাসি ফোটে, যাক, বাতিল ফতোয়া মনে হয় দিবে না, সাওম অধ্যায়ের মাঝেই পরে হাদিস গুলো। শুহাইবিল ব্যাপক খুশি।

- জানপাকি, বাইর করইরা হালাইছি।
- শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন না? আর এই পাকি-টাকি আমাকে বলবেন না আর। এখন হাদিস গুলা শব্দ করে পড়েন।

তিরমিজি থেকে শুহাইবিল পড়তে থাকে।

- আয়িশা (রাঃ) বলেন রাসুল ছা: সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন ।
- তা, মহারাজ আজ না কি বার ছিল?
- সোমবার।
- হাদিসে সোমবারে কিসের যেন কথা বলা আছে?
- ইশশ, আমার সত্যিই মনে ছিল না, বিশ্বাস কর।
- নাহ, কোন মাফ নাই। আপনি চাইলেই আজ রোজা থাকতে

পারতা, বাট তোমার কোন ইচ্ছাই নাই। আপনি ফযরের নামায টাও তো জামা'আতে পাইতা না। দৌড়ে গিয়ে শেষ বৈঠক ধরলেন কোন রকম। আমাদের বারান্দা দিয়ে মসজিদ এর ভিতর স্পষ্ট দেখা যায়। আমি সিহারীতে কত্ত ডাকলাম, কিন্তু আপনার কোন হুশ নাই। গায়ে পানি পর্যন্ত ছিটায় দিছি, তাও আপনি ওঠেন না। এত্ত ঘুম আপনার।
এখানে বসে আছেন কেন ? যান ঘুমান।

- সত্যিই ভুল হয়ে গেছে, আর এমন হবেই না। সত্যি সত্যি সত্যি।

- নাহ কোন সত্যি নাই, আমি আপনাকে বলিনাই যে, এই বাসায় প্রতি সোমবার আর বৃহস্পতিবার কোন রকমের রান্না হবে না। চুলায় আগুন জ্বলবে না। আজ হাজার ক্ষুধা লাগুক, আপনার খাওয়া নাই।
একবারে আমার সাথে ইফতার করবেন।

- আচ্ছা তাই করব। আর খাইতে চাইবো না।

- ভাবছিলাম আপনাকে নিয়ে জান্নাতের রাস্তায় দৌড়াবো, তা আপনি হইছেন এমন অলস, রাস্তার উপরেই আপনার ঘুম, হাজার ডাকলেও আপনি ওঠেন না, দৌড়ানো তো দুরেই থাকল, এমন করলে জান্নাত পাওয়া যাবে ?

- আমি ইচ্ছা করে এমন করিনাই সত্যি। কাল রাতে দেরীতে ঘুমাইছি, তাই উঠতে পারিনাই ।

- আর হ্যা,, তাড়াতাড়ি ঘুমানো সুন্নাহ, আপনি মাঝে মাঝেই এমন দেরী করে ঘুমান। যান শেলফ থেকে সহীহ বোখারী বের করে ৫৪৭ নম্বর হাদিস বের করে দেখেন।

"সত্যিই আমি আর এমন করব না, একদম সত্যি।"
বলেই ও জোর করে সাইরাহ কে জড়িয়ে ধরে,, সাইরাহ বাধা দিতে ধরে আর বাধা দেয় না।

- আমি জানি তুমি আমাকে অন্নেক ভালবাসো বলেই এভাবে রাগ করো, আমিও কথা দিলাম আর কোন দিন এমন ভাবে রোজা মিস দিব না, আর রাত জাগব না। একদম প্রমিস, আল্লাহ্ র সন্তুষ্টি র জন্য।

- হুম, আর যেন না হয়। আমাদের তো জান্নাতে একসাথেই যেতে হবে, তাই এত্ত নিয়ম বুঝেছেন ? কাঁদো কাঁদো হয়ে উত্তর দেয় সাইরাহ।

- জ্বী আলহামদুলিল্লাহ্, বুঝেছি। আর কোন দিন গাফিলতি করব না।

- ক্ষুধা লাগছে ?

- হুম। খুব। তবে তোমার সাথে ইফতারে খাব।

- পাগল ছেলে। ওটা তো রাগ করে বলছি। আপনি বসেন, আমি খাবার নিয়ে আসি।

- খাব না, সাইরাহ। তোমার সাথে খাই না একবারে।

- আবার কথা বলে ? এবার কিন্তু মারব ধরে। কি করব বলেন ?

- আচ্ছা, যাও নিয়ে আসো। তবে খাইয়ে দিতে হবে। বলে দিলাম।

মেয়েটা একটা হাসি দিয়ে খাবার নিয়ে আসে, নিজ হাতে শুহাইবিলের মুখে খাবার তুলে দেয় সাইরাহ। ছেলেটাকে খাইয়ে দিতে ওর অনেক ভাল লাগে। ছেলেটা খাচ্ছে আর বৃষ্টি

দেখছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কেন জানি না, ওর হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে বৃষ্টির মাঝে, অচেনা প্রকৃতির নির্জনা ভেজা সবুজের মাঝে, সাইরাহ কে নিয়ে। সাইরাহ কে ভেবে ওর চোখ দুটো ভিজে আসে,, রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। সাইরাহ ভাত মাখাচ্ছে, মন দিয়ে। ও তাকিয়ে থাকে সাইরাহ মুখের দিকে। মানুষ এত্ত সুন্দর হতে পারে?

সাইরাহর অজান্তে, শুহাইবিলের চোখ থেকে এক ফোটা পানি ঝরে পড়ে হাতে ধরে থাকা জামে আত তিরমিজির ৭৪৫ নম্বর হাদিসের উপরে।

সাইরাহ শুহাইবিল ০৪

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে,

সাইরাহ কে আগেই নিজেস্ব কেবিনে বসিয়ে দিয়ে খাবার কিনতে নেমেছিল, শুহাইবিল। সাইরাহ, প্লাটফর্ম এ তাকিয়ে শুহাইবিলের আসার অপেক্ষা করছে। ট্রেন ছেড়েছে, অথচ শুহাইবিল তখনো ওঠেনি দেখে, ভয়ে অনেকটাই ঘারড়ে গেছে ও।

ধর-ফর করে চলন্ত ট্রেনে উঠে কেবিনের দরজা টা লক করে, সাইরাহর সামনের সিটে বসে ও ।

- আপনাকে বললাম কিছু কিনতে হবে না, তাও আপনাকে নামতে হইল,এভাবে ট্রেনে কেউ ওঠে ? যদি পরে যাইতেন ?

- পরুম ক্যান ? আর পুরুষ মানুষ এম্নেই ওঠে।।

- আপনাকে বলা আর কলাগাছ কে বলা একই কথা।

- ধুর বাদ দাও,, নাও তুমি খাওয়া শুরু কর, আমি দেখি।

- ক্যান পুরুষ মানুষ খায়না ? নাকি পুরুষ মানুষ এম্নেই বউয়ের

খাওয়া দেখে ? আমি খাব না কিছু ।

- দুপুরে কিচ্ছু খাওনি, এখন অন্তত খাও একটু, কষ্ট করে কিনে আনলাম আমি ।

- না, খাব না, খাব না, খাব না ।

শুহাইবিল সাইরাহ পাশে গিয়ে বসে,, কেবিন টা ছিমছাম । পরিষ্কার ও খুব । সিট গুলাও অনেক বড় বড় । বড় বড় দুইটা সিট মিলে ওরা দুইজনই ।

- নাও তো খাও, রাগ করে ক্যান ?

- নাহ, খাব না ।

- আমি খাওয়ায় দিলে খাবা ?

- হুম । তাইলে খাব ।

শুহাইবিল সাইরাহ কে খাওয়ায় দিতে থাকে, সাথে নিজেও খায় । খাওয়া শেষ করে, সাইরাহ শুহাইবিলের কোলে মাথা দিয়ে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে যায় । ঝড়ের গতিতে চলছে ট্রেন । শুহাইবিল ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে থাকে, হারিয়ে যায়

অতীতে।

জানালার কিনারা ঘেসে বসে আছে মেয়েটা। কান্না এখনো থামে নি, মাথা টা নিচু করে এখনো অনেকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর পাশে শুহাইবিল বসার পরে মেয়েটা কিছুটা সরে বসেছে। শুহাইবিল ও চুপ করে আছে,কথা বলছে না।
কি'ই বা বলবে, যেচে কথা বলতে ও কেমন যেন লাগতেছে ওর। অপরিচিত একটা মেয়ে। কি দিয়ে যে শুরু করবে, যদি প্রশ্ন করার পরে উত্তর না দেয়? তাইলে তো অপমান অপমান লাগবে।

গাড়ি ছাড়ার সাথে সাথে মেয়েটার কান্নাটা আরো বেড়েছে, রীতিমত হুহু শব্দ করে কাঁদছে। নাহ, এভাবে আর চুপ করে থাকা যায় না, যা হবার হবেই,, কিন্তু কি বলবে ? মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, সালাম দেয়া যেতে পারে, সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব।
লজ্জার মাথা খেয়ে নিরবতা ভাঙে শুহাইবিল।

- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ।

- ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ।

- আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন ?

- কিছুনা, এমনি। (নিচু স্বরে উত্তর দেয় সাইরাহ)

- বুঝেছি তো। বাবা-মাকে ছেড়ে আসাতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু এমন করে কাঁদলে সবাই কি বলবে বলেন তো? গাড়ির ড্রাইভার ভাইও আপনার কান্না শুনতে পাচ্ছে, এতে কিন্তু আপনার গুনাহ হচ্ছে। সেটা তো জানেন।

এবার সাইরাহ র কান্নাটা অনেক টাই কমেছে, শুহাইবিল মনে মনে খুশি, প্রথম যাত্রাতেই সফল হয়েছে বলে। মনে মনেই বলে, যাক বউ কে কন্ট্রোল করা মনে হয় শিখেই গেলাম। নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিতে ইচ্ছা করতেছে, সব কিছুতেই শরিয়ত নিয়ে আসলে, এমন আলেমা মেয়ে এমনিই বাধ্য হয়ে থাকবে।

মেয়েটা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, শুহাইবিল মাঝে মাঝে আড় চোখে নতুন বউয়ের দিকে তাকাচ্ছে,

নিক্কাবের উপরের কাপড় টা সরিয়েছে মেয়েটা, চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে, অসম্ভব মায়াবী চোখ জোড়া। কাঁদতে কাঁদতে কিছুটা ফুলে গেছে। তারপরেও মাঝে মাঝে হঠাৎ করে টলমলে হয়ে ওঠে চোখ দুটো, অশ্রু গড়িয়ে পরে হারিয়ে যায় নিক্কাবের ভিতরে।

মেয়েটার দিকে ও তাকিয়েই থাকে, হঠাৎ দু-একটি ভাবনা ওর মনে দোলা দিয়ে যায়। কিভাবে আজ এই আরব মেয়েটা আজ ওর স্ত্রী। আল্লাহ্ চাইলে কিছুই অসম্ভব না। ও ভাবতে থাকে, ওর সেই দুই দ্বীনি বড় বোনের কথা, যাদের মাধ্যমেই সাইরাহ র পরিবার ওর কথা শুনেছে, আর প্রস্তাব পাঠিয়েছে। অনেকটা শ্রদ্ধা বোধ জেগে ওঠে ওর মনে, বোন দ্বয়ের প্রতি। দোয়া করতে থাকে তাদের জন্য।

মনে পড়ে প্রথম যেদিন দেখতে গিয়েছিল সাইরাহ কে। বাবা-মা কে সাথে নিয়ে। সেদিন কতটাই না লজ্জা পেয়েছিল মেয়েটা। প্রথমে তো নিকাব খুলতেই চাচ্ছিল না, পরে অবশ্য ছোট ভাইকে নিয়ে আলাদা ঘরে শুহাইবিল ও ওর মায়ের সামনে

নিকাব খুলেছিল । প্রথম দেখাতেই ওদের ও খুবই পছন্দ হয়ে যায় সাইরাহ কে ।

সেদিনের মত সব ঠিক করে ওরা বাসায় চলে এসেছিল, কিন্তু দুই পরিবারের সম্মতিতে শুহাইবিল কে সাইরাহ আরেক দিন বাসায় ডেকেছিল, দেন-মোহরের ব্যাপার টা নিজেরা ঠিক করার জন্য ।

সেদিন ছিল শুক্রবার, জুমু'আর সালাত শেষ করে শুহাইবিল হাটা দেয় সাইরাহদের বাসার দিকে । সাইরাহ র বাসা খুব বেশী দূরে না, শুহাইবিলের ভাড়া বাসা থেকে । ওর কেমন যেন খুব নার্ভাস লাগছে ।
সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে বার বার ।

সাইরাহ দের বাসাটা বিল্ডিং এর ৩য় তলায় । নিজের ঘরের জানালা দিয়ে সাইরাহ নিচে অনেক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল একটা ছেলে ওদের বাসায় সামনে ঘুর ঘুর করতেছে । ভাল করে দেখে চিনতে পারে ও, ছেলে টা শুহাইবিল ।

মনে হয় ঢুকতে প্রচন্ড সংকোচ বোধ করতেছে ছেলেটা।
সাইরাহ ওর বাবার মাধ্যমে শুহাইবিল কে ফোন দেয়ায়।
সাইরাহর বাবার ফোন পেয়ে উপরে উঠে আসে শুহাইবিল।

সাইরাহদের ফ্লাটের দরজার সামনে কলিংবেল টিপে দাঁড়িয়ে আছে ও, দরজা খোলার অপেক্ষায়। সাইরাহর বাবা দরজা খুলে দেয়, সালাম দিলে সাইরাহ র বাবা ওকে ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানায়। শুহাইবিল ঢুকে পরে ঘরের মাঝে। অতিরিক্ত নার্ভাস হওয়ার কারণে পায়ের স্যান্ডেল না খুলেই ঢুকে পরে শুহাইবিল
।

- বাবাজি, মনে হয় খুব নার্ভাস ?
- জ্বী-না আংকেল আসলে, এই প্রথম বার তো।
- কেন দ্বিতীয় বার ও ইচ্ছা আছে নাকি ?
বলেই সাইরাহ র বাবা হাসতে থাকে, শুহাইবিল ও লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে থাকে।
- বাবা সমস্য নেই তো কোন, যদি ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারো ২য় কেন, ৩য় ও ৪র্থ তেও এগুতে পারবা। ইনশাআল্লাহ

আমার মেয়ে তোমাকে বাধা দিবেনা । সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতে দেখ নি ? আমি পারি নাই বলেই, একটা বউ নিয়েই আছি।

আবার হাসতে থাকে সাইরাহ র বাবা। শুহাইবিল ও এবার হাসতে থাকে ওনার কথায়। হঠাৎ লক্ষ্য করে, দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কোন ছাড়ামুর্তি ওদের কথার মাঝে আড়ি পেতেছে। সম্ভবত সাইরাহ ওদের কথা কথা শুনছিল। শুহাইবিল আর ওদিকে তাকায় না।

- বাবা, সাইরাহ তোমাকে আজ ডেকেছিল, দেন মোহরের ব্যাপার টা ঠিক করার জন্য, আমি ওকে আর আমার ছেলেটাকে নিয়ে আসি। একটু অপেক্ষা কর।
- জ্বী আচ্ছা।

খানিকটা বাদে, সাইরাহ ওর ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে সামনে আসে, মেয়েটার পুরো শরীর কালো বোরখায় ঢাকা, হাত-পা মোজা দিয়ে ঢাকা। চোখের উপরেও পাতলা কাপড় ফেলা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ বলেই শুহাইবিল দাঁড়িয়ে যায়, অনেক টা ভ্রু কুচকিয়ে সাইরাহ সালামের উত্তর দেয়। ভ্রু কুচকানো টা হয়ত শুহাইবিল দেখে না, বাট সালামের উত্তর টা ওর কাছে কেমন যেন কর্কশ টাইপের ঠেকে।

- আপনি আমাকে দেখে দাড়ালেন কেন ?
- না আসলে, আপনি আসলেন, তাই আরকি।
- আমি আসলে দাঁড়াতে হবে ?
- না আসলে তেমন টা নয়।
- শুনুন, কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো টা রাসুল ছা: পছন্দ করতেন না, সাহাবা রা: গণ ও এমনটা করতেন না। আপনিও এটা করবেন না, আপনি এ ব্যাপারে আবু দাউদে ৫২২৯ হাদিস টা দেখতে পারেন। সহীহ সনদে বর্ণিত।
- জ্বী আচ্ছা ইনশাআল্লাহ।

শুহাইবিলের নার্ভাসনেস আরো বেড়ে গেছে, এই আলেমা প্রথম দিনই যেটা করল, ভবিষ্যৎ এ হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে পদে

পদে ভুল ধরবে।

- কি ভাবছেন ?

- কিছু না। বলুন।

- নাহ, আগে আপনার সম্পর্কে কিছু বলুল, মানে আমি দেন মোহরের ব্যাপারে আপনার ভাবনা টার কথা বলছিলাম আরকি।

- আপনি তো জানেন, আমি বর্তমানে ৩য় বর্ষের ছাত্র। সত্যি বলতে আমার সামর্থ্য খুব বেশী নেই, তবুও আগের কিছু জমানো আর প্রাইভেট পড়িয়ে কিছুটা জমানো ছিল, সব মিলিয়ে ৫০ হাজার টাকার কিছুটা বেশী হবে ইনশাআল্লাহ । আপনি চাইলে সেটা দেন মোহর হিসাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

- আপনার টাকা আপনার ই থাকুক,, আপনি সুরা আল আ'লা আর সুরা আল গসিয়াহ পারেন ?

- জ্বী পারি, আলহামদুলিল্লাহ্। কেন ?

- উহুম তাইলে তো হইল না।

- সুরা আর রহমান পারেন ?

- জ্বী আলহামদুলিল্লাহ্, সুরা আর রহমান তো সব থেকে সোজা,

১ টা আয়াত পর পর সেম আয়াত !

- তাইলে তো এটাও হবে না।

- আপনি এগুলা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

- আগে আমার কথার উত্তর দিন,, সুরা আল ওয়াকিয়াহ পারেন ?

- জ্বী না, ওয়াকিয়াহ পারিনা।

- আপনি যদি রাজি থাকেন, সুরা ওয়াকিয়াহ কে মোহরানা নির্ধারণ করা যেতে পারে, আমার খুব ভাল লাগে, সুরা ওয়াকিয়াহ।

কথাটা শুনে শুহাইবিলের চোখ পানিতে ভিজে আসে, কতদিন কেঁদেছে আল্লাহ্‌র কাছে, একজন নেক স্ত্রীর জন্য। ওর কত দিনের স্বপ্ন ছিল, ওর বউ ওর কাছে যে কোন একটা সুরার বিনিময়ে ওকে বিয়ে করবে। জায়েজ থাকার পরেও কোন সম্পদের প্রতি তার কোন চাহিদা থাকবে না। ওর স্বপ্ন পুরণের পথে,মহান আল্লাহ্ র প্রতি মাথাটা ঝুকে আসে ওর।

ট্রেনের ঝাঁকুনি তে আবার বাস্তবে ফিরে আসে ও,, সন্ধ্যা হয়ে

গেছে। হু হু করে বাতাসে মেয়েটা অনেকটা আঁটসাঁট হয়ে গেছে। ও জানালা লাগিয়ে দিয়ে, সাইরাহ র দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুহাইবিল, সাইরাহ বলে ডাক দেয়।কথা বলছে না। ঘুমিয়েই আছে হয়ত। মেয়েটার মাথায় হাত দেয় ও,, আলতো করে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।
ট্রেন ছুটে চলেছে, ছুটে চলছে দুর্বার গতিতে। লাইট বন্ধ করে দেয়ায়, বাহির থেকে চাঁদের আলো কেবিনের ভিতর টা আলোকিত করে দিয়েছে মিষ্টি আলোয়।

চাঁদের আলোর মাঝে নিক্কাব টার সাথে মেয়েটার চোখ জোড়াকে অপুর্ব সুন্দর দেখায়। শুহাইবিল মাথায় তুলে রাখা পাতলা কাপড় টাকে টেনে দেয় নিক্কাবের উপরে, চোখ জোড়ার উপরে অন্ধকার নেমে আসে। ঘুমাচ্ছে মেয়েটা, ঘুমাক না ও নিজের মত করে।

সাইরাহ শুহাইবিল ০৫

- আপনি খুব কিপটা।

- কেন আমি আবার কি করলাম?

- আপনি আমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান না।

- কই নিয়ে যাইনা? সেদিন ই না ঘুরতে গেলাম।

- ওটা ঘুরা হইল?

- তা ওটা কি হইল? তা কই যাবা, কও?

- আমার না একটা ইচ্ছা আছে খুব।

- কি ইচ্ছা?

- আমার না খুব দেখার ইচ্ছা, যে পারমাণবিক বোমা কিভাবে বানায়।

- সেটা আমি তোমাকে কেম্নে দেখামু?

- আমাকে উত্তর কোরিয়া নিয়ে যাবেন?

- কি বলো? সাইরাহ, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

- হুম, নিয়ে যাবেন কিনা বলেন, নাইলে বাপের বাড়ি চলে যাব, সোজা তায়েফ।

- আচ্ছা নিয়া যামুনে যাও।

সকাল ৮ টায় পিয়ং ইয়ং সুনান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এ নেমে ওরা সোজা হাটা দেয়, মিলিটারি আর্মস ফ্যাক্টরির উদ্দেশ্যে। হাটতে হাটতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় ওরা একটা পার্কে বসে, শুহাইবিল গা এলিয়ে দেয়, সাইরাহর কোলে। তন্দ্রা চলে আসে চোখে।

হঠাৎ শুহাইবিলের পাঞ্জাবির কলার ধরে কে যেন টান দেয়, শুহাইবিল হক-চকিয়ে ধরফরিয়ে উঠে বসে, নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করে ও, ওর কলারে সাইরাহ র তখনও চেপে ধরে আছে অগ্নি মুর্তি ধারণ করে চোখ বড় করে হাপাচ্ছে।

- প্রতিটা দিন আপনাকে এভাবে ডাকা লাগে,, ফযরের আযান দিয়েছে সেই কখন।

- আমি, মানে আমি।

- কি আপনি কি ?

- আমি এখানে, তুমি না নিয়া যাইতে বললা।

- ভং চং বাদ,, ফযরের জামা'আত শুরু হবে একটু পরেই,,

তাড়াতাড়ি সুন্নত পড়ে, দৌড় দেন।

- তা তুমি আগে ডাকে দিবা না?

- কতক্ষণ ধরে ডাকতেছি খেয়াল আছে ?

- আচ্ছা,পাঞ্জাবি টা দাও তাড়াতাড়ি, লুঙ্গী পরেই দৌড় দেই।

- দরকার নাই, লুঙ্গীটাও তো ঠিক মত বাধতে পারেন না, নামাযের মাঝে অঘটন ঘটানোর দরকার নাই, পায়জামা পরে যান ।

অযু করে, ২ রাকা'আত সুন্নত আদায় করে, পাঞ্জাবী-পায়জামা পরে শুহাইবিল দৌড় লাগায়। মসজিদ উদ্দেশ্য। সাইরাহ তাকিয়ে থাকে বারান্দা দিয়ে। বারান্দা দিয়ে মসজিদের ভিতর টা স্পষ্ট দেখা যায়। শুহাইবিল সালাতে দাড়ালে, ও ঘরে ফিরে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে যায়।

প্রতিদিনের মত শুহাইবিল সালাত শেষে ঘরে ফিরে আসে, আজ হাতে কয়েকটা ফুল, ঝাউ গাছের ফুল। শুহাইবিল নিজেও জানে না ফুল কয়টার নাম কি। তখন ও সাইরাহ র সালাত শেষ হয়নাই, মেয়েটা খুব ধীর গতীতে দীর্ঘ সময় ধরে সালাত

আদায় করে। আর শুহাইবিল ওর সালাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি এত্ত সুন্দর করে ও সালাত পড়তে পারত, ভাবতে থাকে ও।

সাইরাহ র সালাত শেষ হয়, পিছনে ঘুরে দেখতে পায় শুহাইবিল কে, ফুল গুলো এগিয়ে দেয় সাইরাহ র দিকে,

- আসসালামু আলাইকুম
- ওয়ালাইকুমুস সালাম
- কি ফুল এগুলা ?
- সুন্দর না ফুল গুলো ?
- আলহামদুলিল্লাহ্, সুন্দর তো। কিন্তু ফুল কই পাইলেন ?
- আরে রাস্তার পাশে থেকে তুলে নিয়ে আসছি।
- ওটা আপনার গাছ ছিল ?
- আরে আমার গাছ হতে যাবে কেন ?
- রাস্তার পাশে পাইলেন আর সেটাই তুলে নিয়ে আসলেন, এটা কি ঠিক হইল ?

শুহাইবিল চুপ করে যায়, এই মেয়ে পদে পদে ভুল ধরতেছে খালি।

- এই যে রাগ করলেন নাকি ?
- নাহ।
- ওরে বাবাহ, রাগ করেছেন দেখছি।
- নাহ করিনাই।
- গুড গুড, কি করবেন এখন ?
- কিছুনা, ঘুমাবো।
- ফযরের পড়ে ঘুমানোটা রাসুল ছা: পছন্দ করতেন না। তাই আপনি ঘুমাতে চাইলেও ঘুমাইতে দিব না।
- আচ্ছা তাইলে ঘুমাবো না।

- সাইরাহ !
- জ্বী !
- তুমি সত্যিই অনেক ভাল।
- কেন আমি আবার ভাল হওয়ার কি করলাম ?
- অনেক কিছুই তো কর।

- কি করি, আমি তো বুঝতেছি না।

- এই যে প্রতিটা পদে পদে আমার ভুল গুলো তুমি ঠিক করে দাও, কখন রাসুল ছা: কি করেছেন, সেটা তুমি আমাকে মনে করায় দাও, আমাকে সেভাবেই চলতে সাহায্য কর। আমাকে আল্লাহ্ আদেশ মনে করিয়ে দাও, আমাকে নিয়ে দ্বীনের উপরেই চলতে চাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে আমি তোমার চোখে মুখে দেখতে পারি, সাইরাহ।

- স্ত্রী হিসাবে সেটা তো আমার দায়িত্ব, আপনাকে নিয়ে জান্নাতের স্বপ্ন দেখা।

- আসলেই কি আমি তোমার যোগ্য ?

- অবশ্যই, আমরা একে অপরের যোগ্য। সেজন্যই তো আল্লাহ্ আমাদের একত্রিত করেছেন।

- কিন্তু আমার না সব সময় মনে হয়, আমি হয়ত তোমার যোগ্য না। তোমাকে কোন দিন তোমার মাহরাম ছাড়া কেউ দেখেনি, আর আমি কত্তটা নিচ ছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুক।

- আচ্ছা, আপনি কি বিষয়ে নিজেকে এমন ভাবছেন ?

- আমি বলি তুমি চুপ করে পুরোটা শোন।

- হুম বলেন।

বলতে থাকে শুহাইবিল, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর স্ত্রী, সাইরাহ সুলাইম।

- আমার সাথে একটি মেয়ে পড়ত, প্রথম বার যখন দেখেছিলাম তাকে শর্ট বোরখা আর সাদা নিকাবে। মায়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। চোখ দুটো কেমন যেন, একবার দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

কেন যেন মনের মাঝে একটা ভাল-লাগা কাজ করে যায় নিজের মাঝেই।

মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগত, মাঝে মাঝে এসব ভাবনার মাঝেই ঠোটের কোণে মুচকি হাসি ফুটে উঠত আমার, মন বলে উঠত, হুম প্রেমেই পড়েছি। প্রথমবার।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম তাকে, একটা সময়ে মেয়েটাও বুঝে যায়, তাকে ভালবেসে ফেলেছি। মেয়েটার সাথে কথা বলার

জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। তাকে দেখার জন্য কত বার তার রিক্সার পিছু নিয়েছি।

- আপনি থামুন, আমি এই গল্প শুনব না।

- না শোন, এটা গল্প না, সত্যিই, আমার অতীত।

সাইরাহ কে মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় ও, মাথা নিচু করে আবার বলা শুরু করে শুহাইবিল।

মাঝে মাঝে নোট নেয়ার ছলে দেখা করতাম মেয়েটির সাথে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, এভাবেই তার সাথে যোগাযোগ শুরু। একবার ফ্রেন্ডশীপ ডে তে সে আমাকে উইশ করে। তারপর শুরু হয় ফোনে যোগাযোগ, ম্যাসেজে।

আস্তে আস্তে আমি বেশী দুর্বল হয়ে পড়ি তার প্রতি, সারাটা দিন ফোন হাতে নিয়েই বসে থাকতাম যে, সে কখন কথা বলবে। তাকে বুঝাতাম, তাকে ভালবাসি, প্রথমে রাজি না হইলেও, একটা সময় সেও রাজি হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায়, রিলেশন। শয়তানের কঠিন ফাদ।

আগে আমার জীবন টা তখন খুবই এলো মেলো ছিল, সালাত, সিয়াম কোন বিষয় ই আমার গুরত্ব ছিল না। বাসায় কত মার খেয়েছি, সালাত না পড়ার কারণে। বন্ধু বান্ধব, হাসি, আড্ডাই ছিল আমার জীবন।

রিলেশনে আসার পরে, আমি অনেকটা চুপ হয়ে যাই, সব সময় তার কথাই ভাবতাম, আর এতেই সময় টা পার হয়ে যেত।
মাঝে মাঝে তাকে নিয়েই হাসতাম, আবার ঝগড়া হইলে কাদতাম। আরো কাদতাম, যখন সে অসুস্থ হয়ে যেত। কাছের বন্ধু গুলোকে ধরে কত্ত দিন কেঁদেছি, আমার কান্না দেখে ওরাও চুপ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বলত, এভাবেও কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে?
উদাহরণ হিসাবে আমিই ছিলাম ওদের সামনে।

সময় গড়াতে থাকে, সম্পর্ক টাও এগিয়ে চলছিল।
আমার ইসলাম সম্পর্কে সম্পুর্ণ গাফেল থাকলেও তার ব্যাপারে সচেতন ছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, তাকে আমি কোনদিন ই স্পর্শ করিনি। দেখাও করতাম না।
শয়তানের এই ধোকার মাঝে থাকতে থাকতে, আমি আরেক

দিকে, বড় ধরণের ধোকায় পড়ে গেলাম, কিভাবে যেন আমার মাঝে নাস্তিক্যবাদ এর বীজ ঢুকে গিয়েছিল, আমি জানিনা। এটা জানি, আমি উলটা পালটা স্রষ্টা বিদ্বেষী বই পড়েছিলাম কিছু। সেখান থেকেই শুরু,, আমার মাথা সম্পুর্ণ এলো মেলো হয়ে যেতে থাকে, আমি কি করব আমি বুঝতেছিলাম না।

আমি কাউকে এটা বলতে পারতাম না, এমন কি সেই মেয়েটা বা কোন বন্ধুকেও না।

শুধু বুঝতে পারছিলাম, আমি সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছি, আস্তে আস্তে নাস্তিকে পরিণত হয়ে যাবে।

খুব কষ্ট হইত, আল্লাহ্ কে পেতে চাইতাম, কতদিন ইসলামের বই গুলো বুকে জাপটে ধরে ঈমানের জন্য আল্লাহ্র কাছে কেঁদেছি।

বই পড়ার অভ্যাস ছোট বেলা থেকেই ছিল, শুরু করলাম পড়া, ইসলাম নিয়ে। কুর'আন, হাদিস, ইসলামী ব্লগ, ওয়েবসাইট আর ডা. জাকির নায়েক (হাফি:) এর লেকচার।

এভাবেই বুঝতে শিখলাম ইসলাম কে,, বুঝতে শিখলাম আমার জীবনের উদ্দেশ্য টা আসলে কি ?

আমাদের সমাজ ইসলাম বলতে যা বুঝে, ইসলাম কি সেটাই ? নাকি আরো বেশী কিছু।
সত্যিই অনেক বেশী কিছু, চেষ্টা করতাম ইসলামের বিধান গুলো মেনে চলার, ততদিন আলহামদুলিল্লাহ্‌, ৫ ওয়াক্ত সালাত শুরু করেছিলাম।

যখন কেউ ইসলাম কে নিজের মাঝে লালন করতে শেখে তখন তার মাঝের ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে সে আয়েশা রা:, উম্মে সুলাইম রা:, খাদিজা রা: এর মত নেককার, পরহেজগার কাউকে নিয়েই স্বপ্ন দেখবে, এর বাইরে সে তার ভবিষ্যৎ অর্ধাঙ্গিনী কে নিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারবে না।

আমিও দাওয়াত দিতে থাকলাম মেয়েটিকে, বুঝাতাম খুব, সালাতের ব্যাপারে, পর্দা, পরহেজগারিতার ব্যাপারে। যখন আমি কুর'আন, জায়নামায, হাদিসের কিতাব কিনতাম, সব গুলোই দুটো করে কিনতাম, একটা আমার ও আরেকটা তার জন্য। তার এক বন্ধুর মাধ্যমে তার কাছে পৌছাতাম। তার সাথে ফোনে কথা হলেও কুর'আন, হাদিস, তাফসীর এসব নিয়েই

কথা হইত।

ইসলামের মাঝে আরো প্রবেশ করার পরে, ইসলাম আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আমি যে রিলেশন এ আছি, এটা সম্পুর্ণ ভাবেই হারাম। যতই স্পর্শ না করি, যতই তাকে দ্বীনের দাওয়াত দেই, তারপরেও এটা হারাম, এটা ফিতনা। আর হারাম রিলেশন কন্টিনিউ করে কোনদিন রাসুল ছা: কে ফলো করা যায় না, কোনদিন উসমান রা: কে ফলো করা যায় না, কোনদিন আবু বকর রা: কে ফলো করা যায়না। তাদের ফলো করতে গেলে আমাকে এই হারাম থেকে বেড়িয়ে আসতেই হবে। ছিড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে মাটিতে ছুড়ে ফেলতে হবে ৫ বছর একত্রে থাকার সম্পর্ক কে। এটা ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। থাকতে পারে না।

তাকে নতুন করে বুঝাতে শুরু করলাম, এটা হারাম, এটার মাঝে থাকা যাবে না, যখন তার সাথে সম্পর্ক ছিল, মাঝে মাঝে নিজের দাড়ি ওয়ালা মুখটা আয়নায় দেখে লজ্জা পেতাম খুব, একজন দাড়ি ওয়ালাছেলে কিভাবে একটা হারাম সম্পর্ক

চালিয়ে যায় ? এটা কোনদিনই শোভা পায়না ।
রাতে বসে বসে কাঁদতাম, কিভাবে ত্যাগ করব, এই ৪ বছরের সম্পর্ক, তখন শক্তি হিসাবে মহান রবের পক্ষ থেকে একটাই কথা মাথায় এসেছিল, "যে তার রবের সন্তুষ্টির জন্য কিছুকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে বিশাল বড় প্রতিদান দেন, যেটা সে কল্পনাও করতে পারেনা ।"

কুর'আনে আল্লাহ্ র কথা গুলো আমাকে শক্তি যুগিয়েছিল, দাতে দাত চেপে, একদিন বলে দিলাম, "আর সম্ভব না, আমি হারামের মাঝে থাকব না, আমি এভাবে আমার পরকাল কে ধ্বংস করে দিতে পারিনা ।"
সেদিন তার কান্না প্রত্যাখ্যান করাটা আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল, কত রিকোয়েস্ট করেছিল । একসময় যাকে হারানোর ভয়ে কাদতাম, সেই তার কান্নাকেই আমি সেদিন অগ্রাহ্য করেছিল ।
আমার রবের আদেশ আমি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করব ?

কোন ভাবেই সেটা সম্ভব না । আমি তো স্বপ্ন দেখেছি জান্নাতের

।

আমি ওকে আল্লাহর জন্যই ত্যাগ করেছি, আমি জানতাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ এর বিনিময়ে উত্তম কাউকেই আমার জন্য রেখেছেন যে শুধু এই জীবনে না, ওপারের জীবনেও আমার স্ত্রী হবে। আমার জান্নাতী স্ত্রী। আমি মনেপ্রাণে নেককার একজন স্ত্রী পাওয়ার জন্যে দোয়া করেছি আল্লাহ্‌র কাছে, আর তওবা করেছি, সেই হারাম সম্পর্কের জন্য।

এতটুকু বলে শুহাইবিল, মাথা টা উচু করে, চোখ দুটো ভিজে গেছে ! মাইনাস ৫ ক্ষমতার চশমা টা খুলে ভেজা ঝাপসা চোখে সাইরাহর দিকে তাকায় ও,, মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছে মেয়েটা।

- সাইরাহ।

- হু

- আমি আল্লাহ্‌র জন্য সেদিন তাকে ত্যাগ করেছিলাম বলেই, আল্লাহ্‌ হয়ত তোমার মত নেককার স্ত্রী, আমাকে দান করেছেন।

রবের প্রতি কৃতজ্ঞতার কান্নায়, শুহাইবিল মুখে হাত দিয়ে কান্নার শব্দ কে থামাতে চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়। ওর কান্নার শব্দ তরঙ্গ গুলো বায়ু কণার ভিতর দিয়ে আঘাত করতে থাকে সাইরাহ কে।

সাইরাহ দুই হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে শুহাইবিলেন মাথাটা।

- আপনি তওবা করেছেন, নিশ্চই আল্লাহ্ এটা কে ক্ষমা করে দিবেন অবশ্যই,, তিরমিজি ২৪৯৯ আর ইবনু মাজাহ তে ৪২৫১ নম্বর হাদিস পড়েন নি ? যে, "প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুল কারী, কিন্তু তারাই উত্তম যারা ভুলের পরে তওবা করে।" আপনাকে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল দের অন্তর্ভুক্ত করবেন, ইনশা'আল্লাহ। আমি সর্বদা দোয়া করি।

সুর্য উঠে গেছে, সুর্যের আলোর ফোটন কণা গুলো কল্পিত ইথারের মাঝ দিয়ে ঘরের মাঝে এসে মেঝেতে আছড়ে পড়ছে,, নতুন আরেকটি দিনের শুরু হয়ে গেছে,, ভুল গুলোর তওবা করে, শুরু হয়েছে সাইরাহর পাশে শুহাইবিলের নতুন পথ চলার।

যে পথে কোন হারাম নেই, যে পথে নেই রবের পক্ষ থেকে কোন অসন্তুষ্টি,, দুটো হাত শক্ত করে ধরে ওরা আরো এগিয়ে যেতে থাকে, জান্নাতের দিকে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত । তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে,যে তার পালনকর্তাকে ভয়
করে ।

সাইরাহ শুহাইবিল ০৬

সন্ধ্যা থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে, এলোমেলো করে বয়ে যাচ্ছে দমকা হাওয়া ! মাঝে মাঝে বিজলির আলো কাচের জানালা দিয়ে ঘর টা আলোকিত করে তুলছে, আর বাজের শব্দ প্রকম্পিত করে দিয়ে যাচ্ছে বিছানায় শুয়ে থাকা শুহাইবিল কে। সাইরাহ তখনো তাহাজ্জুদ এ দাড়ানো।
সাইরাহ এমনিতেই খুবই ধীর গতিতে সালাত আদায় করে, আজকেই গতিটা আরো যেন মন্থর হয়ে গেছে। যেন ওর ভেতর টা অনেক ভারি হয়ে আছে যেটা বহন করা বা ছুড়ে ফেলার ক্ষমতা ওর নেই। সালাতের মাধ্যমেই রবের কাছে আকুতি জানাচ্ছে প্রশান্তির জন্য।

কখন যেন তন্দ্রার মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল শুহাইবিল, বিকট বাজের শব্দে চোখ মেলে তাকায় ও। বাজের শব্দ গুলো ছোট বেলা থেকেই শুহাইবিল কে ভীতিগ্রস্ত করে তুলত। সাইরাহ মাঝে মাঝে ওকে এর জন্য "ভিতুর ডিম" বলে ডাকত।

শুহাইবিল লজ্জা পেত আর সাইরাহ হাসত।

খুব হাসত,, কতদিন হলো ওর মুখে আর হাসি দেখেনা শুহাইবিল। আচ্ছা, মেয়েটা কি হাসতে ভুলে গেল?

মেয়েটার সালাত শেষ, জায়নামাজ এর উপরে বসে দুইহাত তুলে মুখ টিপে ধরে কাঁদছে। মায়াবি মেয়েটা কাঁদছে,, বাজের বিকট আওয়াজ গুলো যেন ওর কানেই যাচ্ছেনা,, চোখের পানি গুলো বেয়ে বেয়ে গায়ের কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। রবকে জানাচ্ছে তার আকুতি গুলো, তার ইচ্ছে গুলো।

- সাইরাহ।
- জ্বী !
- সালাত তো শেষ, আমার কাছে একটু আসো না।

সাইরাহ উঠে আসে জায়নামাজ থেকে, বিছানায় এসে বসে পরে স্বামীর গা ঘেসে।

- এভাবে এত কাঁদো কেন? বড়রা কি এভাবে কাদে ?

- তুমি সুস্থ হবা না ?

- হবো তো ! তুমি এত্ত দোয়া করতেছো আল্লাহ্‌র কাছে আল্লাহ্‌ তো আমাকে সুস্থ করে দিবেন ই, ইনশাআল্লাহ।

- হুম।

- সাইরাহ।

- জ্বী।

- তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড় তাহলে চলবে কিভাবে বল ?

- চলতে হবে না।

- সাইরাহ, তুমি তো জানোই কোন মুমিন যদি অসুস্থ হয়, তবে তার জীবনের গুনাহ গুলো কে আল্লাহ্‌ ঝরিয়ে দেয়, যেভাবে শুকনা পাতা ঝরে যায়। আচ্ছা, সাইরাহ এটা কত নম্বর হাদিস ? তোমার মনে আছে ?

- হুম। সহীহ বোখারীর ৫৬৬১ নম্বর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত।

- আরেকটা আয়াত আছে না,, জান মালের ক্ষতি, অসুস্থতা, ক্ষুধা এগুলো সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের উপরে পরীক্ষা ? আমাদের ধৈর্য ধরতে নির্দেশ দেয়া আছে ?

- হুম, সুরা বাকারা, আয়াত ১৫৫।

- আলহামদুলিল্লাহ্, জানো সাইরাহ আমার সত্যিই অনেক ভাল লাগে যখন তুমি আয়াত বা হাদিস শুনেই নম্বর গুলো বলে দিতে পারো। তুমি তো সব বোঝই, তবে কেন পেরেশান হয়ে যাও ?

- শুহাইবিল, আমি আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট। কিন্তু তোমার গলার টিউমারের অপারেশন এর টাকাটা কিভাবে ম্যানেজ হবে, আমি কিছুই বুঝতেছি না। আমি জানি আল্লাহ্ সাহায্য করবেন ই। কিন্তু আমার কষ্ট হয়, তোমাকে এমন অসুস্থ দেখলে।

- সাইরাহ ব্যবস্থা করে দিবেনই আল্লাহ্। ধৈর্য ধর। তুমি আমার বুকে মাথা দিয়ে একটু শুয়ে থাকো, একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর, আমিও ঘুমাবো।

সাইরাহ মাথাটা এলিয়ে দেয় শুহাইবিলের বুকে, সাইরাহর চুল গুলোর মিষ্টি গন্ধ শুহাইবিলের নাকে ভেষে আসছে। বৃষ্টির প্রকোপ টা আরো বেড়েছে অনেক, প্রথম যেদিন সাইরাহ ওর কাছে এসেছিল, সেদিন ও তো খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে যায় অতীত গুলো, এই তো গত ২ বছর আগের কথা।

সম্ভবত বিয়ের ৮ বা ৯ তম দিন চলছিল সেদিন, সঠিক মনে করতে পারে না ও। একে অপরের সাথে তখনো খুব একটা ফ্রি হয়ে উঠতে পারেনি দুজন, আপনি আপনি করেই বলে একে অপর কে।

বিয়ের ৬ দিনের মাথাতেই শুহাইবিলের ভার্সিটির ক্লাস শুরু হয়েছে,, তাই আর বাসায় অবস্থান করার সুযোগ হয়নি। ভার্সিটি থেকে প্রায় সামান্য দুরেই ৭ তলা একটা বাসার, ৪ তলায় একটা ২ রুমের একটি ছোট ফ্লাট ভাড়া নিয়ে ওঠে ওরা।

বিয়ের আগেই ভাড়া নিয়েছিল, বিয়ের পরে একবারে উঠে পরে ওরা। আসবাব বলতে,, একটা খাট, একটা টেবিল আর চেয়ার, একটা আলমারি। শুহাইবিল বিয়ের আগে কিছু টাকা জমিয়েছিল, দেন মোহরের জন্য, কিন্তু সাইরাহ দেনমোহর হিসাবে সুরা ওয়াকিয়াহ নির্ধারণ করেছিল। শুহাইবিল মুখস্থ করে তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেনমোহর আদায় করেছে। তাই জমানো সেই টাকা টা দিয়েই আলমারি আর খাট টা কেনা।

আসবাব বলতে আর ছিল, সাইরাহ র বিশাল বড় একটা বই ভর্তি পুরাতন বুক শেলফ। বাসা থেকে সাইরাহ আনিয়ে নিয়েছে বুকশেলফ টা, কুর'আন, ফিকাহ, হাদিস, তাফসীর, সিরাতের কিতাব দিয়েই ভরা।

শুহাইবিল খুব খুশি হয়েছিল এত্ত ইসলামিক বই দেখে, কিন্তু কিতাব গুলো খুলে দেখার পরে ততটাই হতাশ হয়ে গেছে,, সব গুলোই আরবী ! একটা বাংলা বা ইংলিশ অক্ষর ও নাই। ও আরবী পড়তে পারলেও অর্থ বুঝে না। আর এই কিতাব গুলায় যবর যের পেশের ছিটে ফোটাও নাই।

- কি ব্যাপার, পড়তেছেন ?

- নাহ, কি আর পড়ব, সব তো আরবী।

- আপনি আরবী পারেন না ?

- নাহ। পারি না। শিখাটা খুব দরকার।

- হুম, সত্যিই অনেক দরকার, শিখবেন ?

- আপনি শিখাবেন ?

- হুম, আপনি শিখতে চাইলে ইনশাআল্লাহ শিখাবো। অনেক সোজা, বাংলার থেকে।

- বাংলার থেকেও সোজা ?

- হুম।

- বাংলার থেকেও সোজা কোন ভাষা আছে ?

- কি বলেন আপনি ? বাংলা সোজা ?

জানেন, বাংলা শিখতে আমাকে কেমন বেগ পোহাইতে হয়েছে ? বাংলা ভাষার অক্ষর আর তামীল ভাষার অক্ষর একই রকম, দেখতে লাগে। আপনি তামীল লিখা দেখেছেন ?

- হুম, হিজিবিজি।

- বাংলাও একদম হিজিবিজি। আপনার মাতৃ ভাষা বলে, আপনার কাছে সোজা লাগে।

- আচ্ছা হোক, আপনি আমাকে আরবী শিখায়েন।

- আসেন এখন থেকেই শুরু করি।

- এক্ষণি ?

- হুম, এক্ষণি, কেন কোন কাজ আছে ?

- না তা তো নেই।

- তাহলে ?

দুইজন মেঝেতে দস্তরখানা পেতে বসে। অক্ষর গুলো লিখা

উচ্চারণ থেকে বুঝাতে শুরু করে সাইরাহ। পড়ার মাঝে মাঝে শুহাইবিল একটু অমনোযোগী হয়ে যায়, আড় চোখে তাকায় সাইরাহর দিকে। কেমন যেন একটা অনুভূতি হয় বুকের মাঝে। কোমর পর্যন্ত ঝুলানো চুল গুলোর, মাথার সামনের দিকের কিছু চুল মেয়েটার কপাল বেয়ে চোখের উপরে বার বার এসে পড়ে, আবার মেয়েটা হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। দৃশ্য টা শুহাইবিল কে বার বার হারিয়ে দেয়। পড়ায় আর মন নেই, ও যেন হারিয়ে যাচ্ছে বার বার, সাইরাহর চুলের মাঝে।

- কি ব্যাপার ?

সাইরাহ বুঝতে পারায়, লজ্জা পেয়ে চোখ নিচু করে শুহাইবিল।

- জ্বী ?

- আপনি মনে হয় অন্য দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন।

- না আসলে, মানে।

- আপাতত পড়ায় মনোযোগ দিন, অনেক সহজ, দেখিয়ে দিলেই পারবেন ইনশাআল্লাহ।

- এখন আর পড়ায় মন আসবে না, রাতে পড়ব আচ্ছা ?

- তো এখন কি করবেন ?

- ঘুমাবো।

- আচ্ছা ঘুমান।

- আমাকে ২ ঘন্টা পরে ডেকে দিয়েন।

- আচ্ছা ইনশাআল্লাহ।

ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে সাইরাহ র কথা ভাবতে থাকে, মেয়েটা দস্তরখানায় এখনো বসে আছে, হাতে মোটা একটা বই। পড়তেছে। মাঝে মাঝে নোট খাতায় কি সব লিখে আবার বইয়ের পৃষ্টা উল্টাচ্ছে।

আহা এত্ত সুন্দর মানুষ হয়, যার দিকে তাকালে আর চোখ ফিরানো যায় না। কি সুন্দর করে পৃষ্টা উল্টায়। যেন পৃষ্টা উল্টানোর ও একটা নিয়ম আছে। ওর এমন একটা অনুভূতি হয়, যেটা ও কোনদিন অনুভব করেনি। তবে কি এটাই স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা ? এটাই কি সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রেম ? যেটা জান্নাতেও চলমান থাকবে ? মন বলে ওঠে,, সত্যিই অনেক ভালবেসে ফেলছি তোমাকে, সাইরাহ। অনেক বেশী।

সাইরাহর ডেকে দেয়ার আগেই হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে যায়, চোখ

মেলে সাইরাহ কে জানালার পাশে বসে থাকতে দেখে ও। এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, বাসায় পিছন দিকটা জঙ্গল এ ভর্তি, মানুষের আনাগোনা নেই বললেই চলে। বৃষ্টি যেন সেই জঙ্গলের সবুজ কে ভিজিয়ে দিয়ে আরো মায়াবী করে তুলেছে। আর মেয়েটা যেন এক দৃষ্টিতে প্রকৃতির মুকুট হীনা রাণী হয়ে উদাসীনতার সাথে হারিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি ভেজা মায়াবী প্রকৃতির গহীন মায়ার মাঝে।

- আসসালামু আলাইকুম।
- ওয়ালাইকুমুস সালাম।
- ঘুম শেষ ?
- জ্বী, ঘুম হুট করেই ভেঙে গেল। কি করেন ওখানে ?
- বৃষ্টি দেখি !
- বৃষ্টি ভালো লাগে ?
- হুম খুব।
- তায়েফে বৃষ্টি হয়না ?
- হুম হয়, কিন্তু এত হয় না। বাংলাদেশে বেশী হয়।
- আপনার পাশে বসে আমি যদি বৃষ্টি দেখি, রাগ করবেন ?

- না রাগব কেন ?

সাইরাহ নিজে টুলে বসে, শুহাইবিল কে চেয়ার ছেড়ে দেয়।

- আপনাকে একটা কথা বলতাম, সময় হবে ?
- কেন আমাকে কি কখনো ব্যস্ত দেখেছেন বুঝি ?
- না আসলে তা না। কথা গুলো ধৈর্য নিয়ে মন দিয়ে চিন্তা করতে হবে তো, তাই বললাম আরকি।
- জ্বী বলুন, ইনশাআল্লাহ।
- আসলে। মানে। কিভাবে বলি ?
- বলেন, সমস্যা নেই তো ?
- আচ্ছা একটু দাড়ান। আমি একটু পরে বলি ?

শুহাইবিল চেয়ার থেকে উঠে যায়, খাতা আর কলম নিয়ে উলটো মুখ হয়ে বিছানায় বসে কিছু লিখে,, তারপর পৃষ্টা টা ছিড়ে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে। কাগজ টা ভাজ করে, একটা বই সহ এগিয়ে দেয় সাইরাহর দিকে।

- কি এটা ?

- একটু পড়েন, মন দিয়ে, রাগ করিয়েন না আবার।

- না ইনশাআল্লাহ।

কাগজের ভাজ খুলে পড়তে থাকে সাইরাহ।

"" সাইরাহ, আপনাকে কিভাবে বলব আমি বুঝতে পারছি না। মুখে বলতে অনেক টা লজ্জা আর সংকোচ লাগছিল, তাই এই কথা গুলো চিঠির মাধ্যমেই আপনাকে বলছি। আচ্ছা আমি আপনাকে, তুমি করে বলি ? স্বামী, স্ত্রী কে তুমি করে বলাটাই মানায়, আপনিও আমাকে তুমি করে বলতে পারেন, ইনশাআল্লাহ।

তাইলে তুমি করেই বলি,,

তোমার মনে আছে, যেদিন তোমার বাসায় তোমাকে বিয়ের জন্য দেখতে গিয়েছিলাম। ওই যে তুমি নিকাব খুলতে লজ্জা পাচ্ছিলে, সেদিন তোমাকে যখন দেখেছি, ঠিক তখন থেকেই তোমাকে নিয়ে ভাললাগার মাঝে পরে গেছি।

যেদিন দেন মোহর নির্ধারণ এর জন্য গিয়েছিলাম তোমার বাসায় সেদিন তোমাকে দেখে যখন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন তুমি আমাকে ওভাবে দাড়াতে নিষেধ করেছিলে ! হাদিস নম্বর পর্যন্ত উল্লেখ করে বলেছিলে, এমন টা রাসুল ছা: পছন্দ করতেন না। আমি প্রথমে থতমত খেলেও, সত্যি ওই হাদিস টা তোমার মুখে শুনে তোমার প্রতি ভালোলাগা টা আরো বেড়েছিল। তোমার প্রতিটা কথায় আমি বার বার দুর্বল হয়ে গেছি তোমার প্রতি।

তোমার মনে আছে, বিয়ের পরে মসজিদ থেকে বের হয়ে, যখন প্রথম তোমার হাত ধরতে চেয়েছিলাম, তুমি তো হাত বাড়িয়েই দিতে চাওনি,,লজ্জা পাচ্ছিলে, তোমার বাবা আমার হাতে, তোমার হাত তুলে দিয়ে বলেছিলেন,, "আমার মেয়ে এই প্রথম জন্ম সুত্রে মাহরাম হওয়া ব্যতিত কাউকে স্পর্শ করল,ওকে দেখে রেখ বাবা।"
তখন আমি তোমার হাত টা খুব শক্ত করে ধরেছিলাম, তোমার মনে আছে ?

সেদিন একসাথে জান্নাত পর্যন্ত যাব বলেই শক্ত করে তোমার হাত টা আমি ধরেছিলাম।

জানো, যখন বিয়ের পরে গাড়িতে উঠে তুমি কান্না করতে করতে ঘুমিয়ে গেছিলে, সেদিন তুমি কাঁদছিলে বলে হয়ত প্রকৃতি টাও কাঁদছিল, খুব বৃষ্টি হচ্ছিল মনে আছে? তুমি ঘুমানোর পরে আমি আস্তে আস্তে চুপ করে তোমার মাথাটা আমার কাধে রেখেছিলাম, তুমি হয়ত টের পাওনি।

আমাদের বিয়ের ১০ দিন ও হয়নি, কিন্তু এই ১০ দিনের তোমাকে নিয়ে প্রতিটা মুহুর্ত আমাকে ভাবিয়েছে, প্রশান্ত করেছে, হে আমার চক্ষু শীতল কারী।

আর "প্রিয়তমা" নামের এই বইটা অনেক আগে কিনেছিলাম,, আর বইয়ের মাঝে একটা ফুল আছে। ফুল টা বিয়ের দিন দেয়াল থেকে চুপ করে খুলে নিয়েছিলাম, যখন ঘর সাজানো হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, এটা দিয়েই তোমাকে প্রপোজ করব। বাসায় অবশ্য পলিথিন এ মুড়ে ফ্রিজে রেখেছিলাম,, তাও

শুকিয়ে গেছে,, কিন্তু এই বাসায় আসার পরে আরো শুকিয়ে গেছে, বয়স তো আর কম হইল না, ৯ দিনের মত। পরে একবার ফেলে দিতে চেয়েছিলাম।

পরে ভাবলাম, নাই ফুলের থেকে শুকনা ফুল ই ভাল। তাই, এটাই দিলাম ! কিছু মনে করিও না কিন্তু।

আর এই বইটা আমার খুব খুব খুব প্রিয়, এটা এত্ত দিন যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম,, যখন বইটা পড়েছি তখন থেকেই নিয়ত করেছিলাম,, এই বইটা দিয়েই আমার অর্ধেক দ্বীন পুরণকারী অর্ধাঙ্গিনী কে ভালবাসি বলব।

সাইরাহ,

ভালবাসি তোমাকে,

নীড়ে ফেরা পাখির মত,

সীমাহীন ঢেউয়ে ভেজা সমুদ্রের মত,

মেঘের নিচে হারিয়ে যাওয়া সুর্যের মত,

মুরুভুমির বুকে তৃষ্ণাত্ব পথিকের

এক ফোটা পানির মত,

বা তার হারিয়ে যাওয়া উটের মত,
অথবা তার মলিন মুখের হাসির মত,

তোমার হাসিতে আমার জীবনটা আজ ঠিক
সেই অদ্ভুত ফুলগুলোর মতই সুন্দর,
যা দেখে আমি বারবার চমকে যাই,
হারিয়ে ফেলি নিজেকে।
হারিয়ে ফেলি,
তোমার দেখা সেই বৃষ্টি ভেজা সবুজের মাঝে,
হারিয়ে ফেলি তোমার মায়ার মাঝে,
হারিয়ে যাই তোমার অপলক দৃষ্টিতে।

সারাটা জীবন,
তোমার চোখের আনন্দ হিসাবেই ঝরতে চাই,
মিশে যেতে চাই তোমার চোখের সুরমার মাঝে।
প্রচন্ড ভালবাসি, ভালবাসি আল্লাহ্‌র জন্য।
শুধু এটুকুই জানি। ""

শুহাইবিল মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, লজ্জা লাগছে ! তবে, মন টা খুব খুশি,, সাইরাহর মুখে ও লজ্জা দেখেছে চিঠি পড়া অবস্থায়, মাঝে মাঝে সাইরাহ মুচকি হাসছিল । তার মানে ওও আমাকে ভালবেসে ফেলেছে নিশ্চই ।

চিঠিটা ভাজ করে,, বইয়ের মাঝে ঢুকিয়ে, শুকনো ফুল টা বের করে সাইরাহ,, লাল গোলাপ শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গেছে । বইয়ের চাপে ফুলের পাপড়ি গুলো সব খুলে গেছে । ফুলের অস্তিত্ব বিলীন এর পথে । সাইরাহ মিট মিট করে হাসছে, শুহাইবিলের কান্ড দেখে ।

- আপনার চিঠিটা পড়লাম ।

- জ্বী ।

লজ্জা ভরা কণ্ঠে উত্তর দেয় শুহাইবিল, মাথা নিচু করে আছে, মনটা যেন দোলনার মত করে দুলছে ।

- আপনার আকিদায় একটু সমস্যা আছে ।

সাইরাহ এর মুখে এই কথা শুনে, শুহাইবিল পুরো থতমত খেয়ে যায়,, মনের দোলনা যেন ছিড়ে মাটিতে পরে গেল।

- তোমার কথা টা বুঝলাম না।

- বললাম যে, আপনার আকিদাগত ভুল আছে একটু।

- কি ব্যাপারে বুঝিয়ে বল। আমি বুঝতেছি না।

- বিয়ের পরে যখন আমাকে বাসায় আনিতেছিলেন, আমি কাঁদছিলাম। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল, আর আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন যে,আমি কেঁদেছিলাম বলে প্রকৃতিটাও কাঁদছিল। আপনি জানেন,

মুগীরা ইবনে শু'বা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল ছা: এর পুত্র ইব্রাহীম রা: ইন্তেকাল করেন, সেদিন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল বলে লোকেরা বলতে শুরু করেছিল ইব্রাহীম রা: এর মৃত্যুর কারণেই সুর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছা: বললেন, কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না । এটা সহীহ বোখারীর ১৬ অধ্যায়ের ৯৮৬ নম্বর হাদিস।

মানে কোন কিছুতে প্রকৃতি শোক বা আনন্দ প্রকাশ করেনা।

- আমি তো আসলে আবেগ এ লিখে ফেলছিলাম।

- কিন্তু তাও এমন কিছু বলা বা লিখা যাবে না, যেটা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের কথাকে সমর্থন করেনা ।

- জ্বী আচ্ছা।

- হুম,, মন খারাপ করিয়েন না কিন্তু,আমার কথায়।

- হুম।

- খাবেন কিছু ? তাহলে বানিয়ে দিতাম।

- আচ্ছা, যেটা ভাল লাগে বানাও, খাব।

সাইরাহ ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরে যায়। শুহাইবিলের মাথা চক্কর দিতে থাকে, এই মেয়ে ডেঞ্জারাস খুব, চিঠির কোন উত্তর তো দিলই না, উলটো সুক্ষ ভুল ও বের করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মনের ছিড়া, বিধ্বস্ত দোলনা নিয়েই চেয়ারে গিয়ে বসে ও, বৃষ্টি দেখতে থাকে। আযান দিলে মাগরিবের সালাতে মসজিদ এ চলে যায় শুহাইবিল। ফিরে আসে সালাত পড়ে। ল্যাপটপ টা কোলের উপরে নিয়ে বিছানায় বসে শুহাইবিল, হঠাৎ খেয়াল

করে,, ল্যাপটপ এর স্কিনের উপরে ছোট আটার দলা দিয়ে আটকানো একটা কাগজ।

কাগজ টা খুলে ফেলে ও,, ছোট্ট করে লেখা,

"শুহাইবিল, অনেক ভালবাসি। ভালবাসি আল্লাহ্‌র জন্য।"

তীক্ষ্ণ ব্যাথায় অতীত থেকে বর্তমানের বাস্তবে ফিরে আসে ও, সাইরাহ ঘুমিয়ে গেছে, ওর বুকের উপরে। গলার ব্যাথাটা আবার শুরু হয়েছে, এক রকম চাপ দিচ্ছে,, বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরে যাওয়া টা শুহাইবিলের পছন্দ না। রবের কাছে সুস্থতা চাইতে থাকে, সাইরাহ এর সাথে ইবাদত এর মুহূর্ত গুলোয় ওর বার বার ফিরে যেতে চায়। মেয়েটা আসার পরে নতুন করে জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়েছে শুহাইবিল কে, আজ মেয়েটার সাথেই জান্নাতে যেতে চায় ও।

হাত দিয়ে বুকে শক্ত করে আকড়ে ধরে মেয়েটাকে, বিড় বিড় করে বলতে থাকে,

ভালবাসি সাইরাহ !

সত্যিই খুব ভালবাসি।

সাইরাহ শুহাইবিল ০৭

(সকাল ১১ টা ২৩ মিনিট)

আপনি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন, এইতো কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে বেডে দিয়ে গেল। আজ সকালেই আপনার অপারেশন টা শেষ হয়েছে, প্রায় ৪ ঘন্টার মত সময় লেগেছে, ডাক্তার কে বলেছিলাম, অপারেশন টা সাকসেসফুল কিনা। ডাক্তার কিছু বলেনি, বলেছে আপনার জ্ঞান ফেরার আগে কিছুই জানানো সম্ভব না। জ্ঞান ফিরতে আরো কত ক্ষণ লাগতে পারে, ওনারা জানেন না।

জানেন, মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র ফয়সালা গুলো অনেক বেশী কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ আমাদের এভাবেই পরীক্ষা করেন, আমি জানি। কষ্ট হচ্ছে খুব, আপনাকে এমন অবস্থায় দেখতে আমার মোটেও সহ্য হয় না।

আচ্ছা শুহাইবিল আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন ? এই যে আপনার সাইরাহ আপনার পাশে বসে আপনার দিকে বার বার তাকাচ্ছে আর মনের অনুভুতি গুলো ডায়েরি তে লিখে রাখছে।

আচ্ছা আপনার এই ডায়েরি টার কথা মনে আছে ? আমাক এই ডায়েরি টা আপনি-ই তো গিফট করে বলেছিলেন, আমার মনের কথা গুলো যেন এখানে লিখে রাখি। আমি না খুব লজ্জা পেতাম, তাই গত ৯ মাসে এই ডায়েরি তে আমি কিছুই লিখিনি, আমি মাঝে মাঝে দেখতাম, আপনি শেলভ থেকে মাঝে মাঝেই ডায়েরি টা বের করে চেক করতেন যে, আমি কিছু লিখেছি কিনা।

আপনাকে বার বার আমি হতাশ হয়ে ডায়েরি টা আগের জায়গায় রেখে দিতে দেখেছি। আজ আর আপনাকে হতাশ হতে হবে না, আপনি যখন আমার কাছে আবার ফিরে আসবেন, যখন শেলভ থেকে ডায়েরি টা আবার নামাবেন, তখন দেখবেন আপনার সাইরাহ'র ভাঙা ভাঙা বাংলা লিখা গুলোয় ডায়েরি টার সুচনা হয়ে গেছে।

আচ্ছা আপনি তো অনেক সুন্দর করে লিখতে পারেন বাংলা, আমাকে শিখিয়ে দিবেন ? আপনার প্রথম লেখা দেখেছিলাম যেদিন আপনি আমাকে বিয়ের পরে প্রথম প্রপোজ করেছিলেন ।

আসলে সেদিন আমি বুঝেছিলাম যে আপনি আমাকে ভালবাসার কথাটা জানিয়ে দিবেন, যখন আপনি ঘুম থেকে উঠে আমার পাশে বসে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কিছু বলতে ধরেও আর বলতে পারলেন না ।

আপনি চিঠি দিয়ে আমাকে ভালবাসি বলেছিলেন,

জানেন আপনার চিঠিটা পরে খুব হাসি পেয়েছিল,, এমন করেও কেউ নিজের বউ কে প্রপোজ করে ?

আচ্ছা আপনার প্রিয়তমা বইটার কথা মনে আছে ? আমাকে যে দিয়েছিলেন ওই চিঠিটার সাথেই ? আর ওই ফুল টার কথা মনে আছে ? বইয়ের মাঝে ১০ দিনের শুকনো, বিধ্বস্ত ফুল টা ?

ফুল টা আমার কাছে এখন ও আছে, চিঠিটার সাথেই, সেই প্রিয়তমা বইয়ের মাঝেই ।

আচ্ছা আপনি তো মাঝে মাঝেই আমাকে উম্মুল মুমিনিন গণের গল্প পড়ে পড়ে শুনাতেন,, আমি আপনার বলা গল্প গুলো মন দিয়ে শুনতাম, এই গল্প গুলোর সব গুলোই আমি জানতাম, যখন উম্মুল কুর'আ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিক্বাহ তে ফেলো করেছি তখন সিরাতও পড়তে হয়েছে ব্যাপক মাত্রায়, তারপরেও আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হত, আবার নতুন করে শুনতেছি। আপনার থেকে খাদিজা (রা:) এর গল্প টা আবার নতুন করে শুনতে ইচ্ছা করতেছে। কিন্তু আজ আপনি একদম নিস্তব্ধ হয়ে আছেন। আচ্ছা আপনি তো এমন নিস্তব্ধ হয়ে থাকেননি কোন দিন। সারাটা দিন আমার সাথে সাথে ঘুরে ঘুরে আমাকে গল্প শোনাতেন। গল্প বলতে বলতে পিছে পিছে রান্না ঘরে যেতেন, আমি সবজি,মাছ কাটাকাটি করলে পাশে বসে বসে গল্প গুলো বলতেন, সেই আপনার এই নিশ্চুপতা আমাকে আজ খুব কাঁদাচ্ছে।

একটা কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে পরে, আমাদের বিয়ের রাতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,

- আপনার সম্পুর্ণ নাম টা কি যেন ?

- সাইরাহ সুলাইম বিনতে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আলীম !

- মাশা আল্লাহ্ । আচ্ছা গুমাইসা বিনতে মিলহান (রা:) কে চিনেন না ?

- চিনব না কেন ? খুব চিনি,আলহামদুলিল্লাহ্ ।

- ওনার উপনাম টা মনে আছে ?

- জ্বী, উম্মে সুলাইম ।

- আর আপনি সাইরাহ সুলাইম ।

- জ্বী, কিন্তু কেন ?

-যেদিন উম্মে সুলাইম রা: এর ছেলে ছোট্ট আবু উমায়ের মৃত্যু বরণ করে সেদিন তিনি কেমন ধৈর্য এর পরিচয় দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানেন ।

স্বামী তালহা (রা:) ঘরে আসার পরেও তিনি স্বামীকে কিছুই জানান নি, স্বামীর সাথে রাতে খেয়েছেন, স্বামীর বিশেষ আহবানে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, সব কিছুর পরে স্বামীকে বলেছিলেন,

"আচ্ছা কারো সম্পদ যদি অন্য কারো কাছে গচ্ছিত থাকে তবে

সম্পদের মালিক যদি তা ফেরত নিয়ে নেয়, তবে ওই ব্যক্তি যার কাছে সম্পদ গচ্ছিত ছিল, সে যদি মন খারাপ করে, সেটা কি উচিৎ ? "

তালহা রা: না-বোধক উত্তর দিয়েছিলেন। তখন উম্মে সুলাইম রা: বলেছিলেন, "আমাদের সন্তান আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে এক গচ্ছিত আমানত ছিল, তাকে আল্লাহ্ ফেরত নিয়ে নিয়েছেন।" ঠিক কত্তটা ধৈর্যের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন সেদিন, সেই চরম বিপদের মাঝেও।

সহীহ মুসলিমের ২৪৫৬ নম্বর হাদিসে পড়েছিলাম, রাসুল ছা: বলেন, "আমি স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করলাম, হঠাৎ কারো নড়াচড়া শুনতে পেলাম, আমি ফেরেশতা দের বললাম, ইনি কে ? তখন ফেরেশতা রা বলেছিল, উনি গুমাইসা বিনতে মিলহান।" উম্মু সুলাইম রা:।

সাইরাহ, আপনি উম্মে সুলাইম হবেন ?

জানেন, আপনার সেদিনের এই আহবানে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি, মাথা নিচু অবস্থাতেই আপনাকে

বলেছিলাম, "হুম, আমিও উম্মে সুলাইম হবো, তিনি তো আমার আদর্শ।"

আচ্ছা, আপনি কি সেদিন আমার কথার আড়ালের কান্নাটা টের পেয়েছিলেন ? জানি আপনি বুঝেছিলেন, তাই তো বলেছিলেন, বাবা - মায়ের কথা মনে পড়েছে কিনা। কিন্তু আপনি বুঝেন নি, আমি আপনার কথা শুনে কেঁদেছি। জান্নাতের পথে আপনার সঙ্গী হওয়ার জন্য কেঁদেছি। সেদিন ই বুঝে ছিলাম, ঠিক কতটা ভালবেসে ফেলেছি আপনাকে।

আপনার মনে আছে ?

বৃষ্টি তে ভিজে একদিন জুমু'আর সালাতের জন্য আপনার সাথে মসজিদে গিয়েছিলাম, সেদিন আমার জুতার ফিতাটা খুলে গিয়েছিল, আপনি রাস্তার সবার সামনে নিচু হয়ে আমার জুতার ফিতাটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ছাতা ধরে ছিলাম। জানেন, সেদিন না, রাস্তার মানুষ গুলো আপনার দিকে কেমন হা করে তাকিয়ে ছিল। আপনার এমন টা দেখে আমার খুব কান্না এসেছিল, বাসায় এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরে যখন কাদতেছিলাম আর বলেছিলাম, "কেন এমন করলেন, আপনি

জানেন আল্লাহ্ আমার কাছে আপনার মর্যাদা কত্ত বেশী করে দিয়েছেন ?"

তিরমিজির ১১৫৯ নম্বর হাদিস টা মনে করে দিয়ে বলেছিলাম, আবূ হুরাইরাহ রা: থেকে বর্ণিত, নবী ছা: বলেন, ‘‘আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে। ।’’ দেখেছেন আপনাকে কত্তটা মর্যাদা দেয়া হয়েছে ?
সব শুনে আপনি আমার কপালে চুমু দিয়ে বলেছিলেন, "স্বামী হিসাবে এটা আমার কর্তব্য ছিল।, রাসুল ছা: কি স্ত্রীকে সাহায্য করেন নি ? "
আমি বার বার আপনার কথা, কাজ গুলোয় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা, আপনি তো আবু হুরাইরা রা: কে বিশেষ ভাবে খুবই পছন্দ করতেন,, আপনি আমাকে আবু হুরাইরা রা: এর গল্প বলতেন, আর আমি শুনতাম। একটা বিড়ালের ছোট্ট বাচ্চা এনেছিলেন মনে আছে ? বিড়াল টা দেখিয়ে আমাকে হেসে

হেসে বলেছিল, "আমারও না খুব আবু হুরাইরা হতে ইচ্ছে করে ।"

সাহাবীদের নাম গুলো, গল্প গুলো যেন আপনার থেকে আমি নতুন করে শুনেছি।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ বিন রাওহা, খালিদ বিন ওয়ালিদ, উসমান বিন আফফান (রা:) এর গল্প আপনি বেশী বলতেন, আরো বেশী বলতেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রা: এর গল্প। মাঝে মাঝে সাহাবী দের কথা বলে বলে কাঁদতেন, আর আমি অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি দেখেছি, সাহাবা গণ আপনার জীবনের কত্তটা জায়গা জুড়ে ছিল ।

(দুপুর ১ টা ০৮ মিনিট)

যোহরের সালাত আদায় করলাম, আপনাকে আল্লাহ্‌র কাছে কেঁদে কেঁদে বার বার ফিরিয়ে চেয়েছি। গতকাল সন্ধ্যায় শুরু হওয়া বৃষ্টি এখনো থামেই নি। আমি জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছি, আপনি তো আমার বৃষ্টি দেখার সঙ্গী, তবে আপনি এখন আমার

পাশে নেই কেন ?

আচ্ছা সেই মুহূর্ত গুলো কি আপনার মনে পরে ? প্রতিদিন ফযরের পরে আমরা সুর্যোদয় দেখতাম ছাদে গিয়ে ? আচ্ছা চাঁদ দেখার মুহূর্ত গুলো নিশ্চই ভুলে যান নি, আপনার কাধে মাথা রেখে প্রতিদিন আমি চাঁদ দেখতাম আর আপনি কবিতা বানিয়ে শোনাতেন। আর আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে কবিতা শুনতাম। আচ্ছা আপনি আমাকে নিয়ে আর কবিতা লিখবেন না ? এভাবে কেন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন ?

আমি যখন অসুস্থ হইতাম তখন আপনি আমাকে কোলে করে ছাদে নিয়ে যেতেন, একসাথে চাঁদ দেখবেন বলে। আর আপনি ওভাবে কেঁদে চোখ ব্যাথা করে ফেলতেন বলে আমি রাগ করতাম। আপনি আমাকে মাঝে মাঝে অভিমানের সুরেই বলতেন, "যেদিন থাকব না, সেদিন আর কেউ কাঁদবে না।" আপনার এই কথাটা টা আমার ভিতর টাকে ছিড়ে দিচ্ছে, সত্যিই আর কাদবেন না ? তাইনা ?

আপনি যখন কোন কিছুতে কষ্ট পেয়ে কাঁদতেন, যখন আপনার গাল, দাড়ি ভিজে যেত কান্নায়, তখন আমি আপনার মাথাটা আমার বুকে জড়িয়ে ধরে আপনাকে সান্তনা দিতাম । সাহস দিতাম আপনাকে ।!

আচ্ছা, আপনার মনে পড়ে ?

যেদিন প্রথম কুর'আনের বাণী নাযিল হয়েছিল, যেদিন ইক্বরা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত্ব হয়েছিল হেরার গহীনে। যখন রাসুল ছা: ভয়ে ভেবেই নিয়েছিলে, তিনি হয়ত পাগল হয়ে যাচ্ছেন, সেদিন যে মানুষ টা তাকে সান্তনা দিয়েছিলেন, যে মানুষ টা তাকে নির্ভয় দিয়ে বলেছিলেন, "নিশ্চই আল্লাহ্ আপনাকে অপমানিত করবেন না"। তিনি আমাদের মা, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা:)।

আমি তো খাদিজা রা: হতে চেয়েছিলাম, যেন আল্লাহ্র রহমতে আপনার অন্তর কে আমি প্রশান্ত করতে পারি। কিন্তু আপনাকে যদি আমার থেকে আল্লাহ্ নিয়ে যায়, আমি কিভাবে আপনার কষ্ট গুলোকে মুছে দিব ? কিভাবে আমি এমন খাদিজা রা: হবো ?

জানিনা আমি কতটুকু পেরেছি আপনার অন্তর কে প্রশান্ত করতে,, কিন্তু আপনি সত্যিই পেরেছেন, আমার মন খারাপ দেখলে আপনাকে কত্ত কি করতে দেখেছি আমার মন ভাল করার জন্য,, আমাকে গান গেয়ে শোনাতেন,, জানেন আমি না সত্যিই এটা নিয়ে আগে জানতাম না যে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে খালি গলায় গান শোনাতে পারবে কিনা, আপনি আমাকে শায়খ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী (হাফি:) এর একটা ফতোয়া বলেছিলেন যে, "স্বামী স্ত্রী একে অপরকে প্রেমের গান গেয়ে শোনাতে পারে।। তবে তাতে শর্ত হলঃ যেন তার সাথে বাজনা না থাকে এবং তারা ছাড়া অন্য কেউ তা শুনতে না পায় । এমনকি তাদের সন্তানরাও তা না শোনে।"
তারপরে তো আমিও চুপি চুপি নাশীদ শোনাতাম আপনাকে।

একদিন আমার চোখে চোখ রেখে আপনি বলেছিলেন,
-সাইরাহ বল তো, সত্যিকার ভালবাসার মানুষ টা আসলে কেমন হয় ?
- কেমন হয় ? আপনিই বলুন।

- সত্যিকার ভালবাসার মানুষ টা তোমার সাথে সব সময় ঝগড়া করবে, কিন্তু যখন তোমার মন খারাপ হবে, তখন সে পুরো পৃথিবীর সাথে ঝগড়া করবে, তোমার মন কে ভাল করার জন্য ।

আর ভালবাসার মানুষ গুলো হয়, আয়নার প্রতিবিম্বেত মত, তুমি কাঁদলে সেও কাঁদবে, তুমি হাসলে সেও হাসবে। যদি তুমি ভেঙে পর, তবে সেও ভেঙে পরবে।

আপনাকে আমি পৃথিবীর সাথে ঝগড়া করতে দেখেছি। হাসতে দেখেছি আমার হাসিতে, ভেঙে পড়তে দেখেছি আমার কান্নায়। দেখেছি আমার কষ্ট গুলোকে মুছে দিতে।

গতরাতে আপনার বুকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম, আপনার গলার ব্যাথায়, আপনার গোঙানি তে আমার ঘুম ভেঙে যায়, আপনার চোখে আমি পানি দেখেছি, আপনি তো ব্যাথা পেলে কাঁদেন না, কিন্তু গতকাল পানি দেখে বুঝেছি, আপনার সহ্যের বাহিরে চলে যাচ্ছে হয়ত। আপনি বার বার আমাকে বলতেছিলেন, যেন আপনার গলায় কোন দোয়া পড়ে ফু দেই,,

আমি যখন আপনার গলায় হাত রেখে তিন বার বিসমিল্লাহ্ বলে সাতবার "আ'ঊযু বিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু" দোয়াটা পড়েছিলাম, আপনি সেই তীব্র ব্যাথার মাঝেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দোয়াটা কি হাদিসে আছে নাকি আমি এমনিই পড়লাম ?
যখন আপনাকে রেফারেন্স বলেছিলাম, "জ্বী সহীহ মুসলিমে ৪ খন্ডের ১৭২৮ নম্বর এ আছে।"
তখন বলেছিলেন, "তাইলে তো খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে যাব, তুমি চিন্তা করিও না।"

ব্যাথাটা কিছু ক্ষণের মাঝেই কমে গিয়েছিল, আর আমি অবাক হয়েছিলাম,, আপনার সত্য খোজার প্রবণতায়।

একটু ভোর হতেই, আপনাকে নিয়ে হাসপাতালে আসার পরে ডাক্তার টেষ্ট করেই আপনাকে অপারেশন এ নিয়ে গেল।
তারপরে এখন আপনি বেডে শুয়েই আছেন, আর আপনার সাইরাহ আপনার স্মৃতি গুলোকে মনে করে করে কাদছে।

ইনশাআল্লাহ আপনার জ্ঞান ফিরে আসবে, আপনাকে আল্লাহ সুস্থ করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

আপনি ফিরে এলে,

আপনার সাথে আমি আবার ঝগড়া করব, আপনার নতুন মেসওয়াক এর ডাল টা আমি আবার চিবিয়ে নরম করে দিব, আপনি আবার আমার হাতে মেহেদী লাগিয়ে দিবেন, আমরা আবার একই প্লেটে খাবার খাব, একই গ্লাসে পানি খাব, আপনি আমার চুল আচড়িয়ে দিবেন প্রতিদিন। আপনি গোসল করে এলে আমি আপনার গা মুছে দিব, গায়ে তেল মাখিয়ে দিব। আপনাকে আবার প্রতিদিন তাহাজ্জুদ এ ডেকে তুলব, আবার আপনার থেকে খাদিজা রা: এর গল্প শুনব। আর সাইরাহ সুলাইম হয়ে নিজেকে তৈরী করব উম্মে সুলাইম রা: এর মত করে।

সাইরাহ শুহাইবিল ০৮

আচ্ছা শুহাইবিলের জ্ঞান ফেরার মুহূর্ত টা সাইরাহ'র জীবনে আসলে কেমন ছিল ? সেটা কি বলার মাধ্যমেই প্রকাশ করা যায় ? নাকি যায় না ? নাকি সকল মাধ্যমই এই খুশিকে প্রকাশ করতে ব্যর্থ ?
প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীকে ফিরিয়ে চেয়ে পরম করুণাময়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলা মেয়েটার প্রতিটা আর্তনাদের পরে যখন শুহাইবিলের জ্ঞান ফিরে আসে, সেই সময়টা যেন সাইরাহ'র জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। রবের পক্ষ থেকে নতুন করে নিজের অর্ধাঙ্গ কে ফিরে পাওয়া মেয়েটা, খুশিতে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ।

ডায়েরির অনেক গুলো পৃষ্ঠা লিখন শেষে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে মেয়েটা যখন অঝর ধারায় ঝরে পরছিল, ঠিক সেই মুহুর্তেই শুহাইবিলের কাপা কাপা গলার মৃদু কণ্ঠের সালাম পৌঁছে যায়, সাইরাহ'র কানে। ভেজা চোখ গুলো ঘুরে

যায় শুয়ে থাকা শুহাইবিলের দিকে। খুশিতে সম্পুর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় মেয়েটা। চোখের মাঝে পরম খুশির একটা ঝিলিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সাথের রবের কৃতজ্ঞতা স্মরণের অশ্রুর মাত্রাও বেড়ে যায় অনেকটাই। জানালার পাশে থেকে দৌড়ে চলে আসে বেডের কাছে, স্বামীর বুকে আলতো করে নিজের মাথাটা চেপে রাখে।

- কথা বলবা না ?
- ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ।
- এত্ত ক্ষণ পরে কেউ সালামের উত্তর দেয় ?
- আপনি এখন কেমন আছেন?
- আলহামদুলিল্লাহ্, কিন্তু চিন চিন করে ব্যাথা করতেছে।
- আমি ডাক্তার কে কল করি।

শুহাইবিলের শরীরের অবস্থা এখন অনেক টাই ভাল, ডাক্তার দেখে গেছেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে সাইরাহ দরজা টা লাগিয়ে দিয়ে

শুহাইবিলের পাশে গিয়ে বসে। মেয়েটার ছল ছল চোখ জোড়া শুহাইবিলের দৃষ্টি এড়ায় না।

- কাঁদছ কেন ?
- এমনি।
- এমনি কি কেউ কাঁদে ?
- আমি কাঁদি। এই যে আপনার ঔষধ গুলো খেয়ে নিন।
- ঔষধ গুলো খাওয়ার আগে নাকি পরে ?
- স্যালাইন চলতেছে, খাইতে হবে না কিছুই, ডাক্তার এই সময়েই খাইতে বলেছেন।

ঔষধ গুলো এগিয়ে দেয় সাইরাহ।

- সাইরাহ তোমার মুখে কতদিন হলো হাসি দেখিনা। তুমি কি হাসতে ভুলে গেলে ?
- আপনি এমন অসুস্থ থাকলে আমার হাসি আসবে কিভাবে ?
- আমি তো সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ্। হাসির গল্প বলি ? শোন, একটা পিপড়া আর একটা হাতি।

- নাহ আমি কোন গল্প শুনব না।

- আচ্ছা। চুপ করলাম।

- বৃষ্টি দেখবেন ?

- তুমি সাথে থাকলে, দেখব।

- আমিও তো দেখব।

সাইরাহ হুইলচেয়ারে করে শুহাইবিল কে জানালার পাশে নিয়ে যায়, বাইরে বৃষ্টির মাত্রা টা সকালের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, ২ দিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তার পানির পরিমাণ ও বেড়েছে। ১৩ তলা থেকে নিচের দিকে তাকালে প্রকৃতিটাকে আরো মায়াবী লাগে, তবে সেই মায়া সাইরাহ'র মত মায়াবিনী কে স্পর্শ করতে পারে না।

- সাইরাহ।

- জ্বী।

- একটা গল্প বলি ?

- হাসির গল্প ?

- নাহ একটা মেয়ের গল্প।

- কোন মেয়ে ?

- আগে বলিই না কেন। তুমি কিন্তু গল্পের মাঝে কোন কথা বলতে পারবা না। বুঝছো ?

- আচ্ছা বলেন।

একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। যে চক্ষু শীতলকারী করে হয়ে এসেছিল ছেলেটার কাছে। ছেলেটার ছোট বেলার স্বপ্ন গুলো পুর্ণ করে দেয়ার জন্যই হয়ত মহান প্রতিপালক কতৃক মেয়েটা প্রেরিত হয়েছিল ছেলেটার কাছে।

ছেলেটা হয়ত মেয়েটাকে রাজরানী করে রাখতে পারেনি, তার হয়ত সেই পরিমাণ অর্থ নেই, হয়ত বা অর্থনৈতিক ভাবে সে অনেক দুর্বল।

প্রায় নিঃস্ব অবস্থাতেই মেয়েটা ছেলেটাকে বিয়ে করে ছিল, বাসর ঘরে মেয়েটা অনেক সাজুগুজু করে বিছানার উপরে বসেছিল, ছেলেটা ঘরে ঢুকেই মেয়েটাকে সালাম দিয়ে বলেছিল, তাদের পরিবার টাও যেন মেয়েটা খাদিজা রা: এর মত করেই চালিত করে। মেয়েটা কথা দিয়েছিল।। আর কথা দিবেই না

বা কেন ? মেয়েটার অন্যতম আদর্শ তো ছিল উম্মুল মমীনীন খাদিজাতুল কুবরা রা:, সে চেয়েছিল খাদিজা রা: এর মত হইতে, সে জানে তাঁর মত হওয়া সম্ভব না, কিন্তু মেয়েটার চেষ্টা ছিল।

তাই হয়ত বা আর কোনদিন ছেলেটাকে হতাশ হতে দেখা যায় নি।

যখন ছেলেটা কোন কারণে একটু হতাশ বা মন খারাপ করে, মেয়েটা ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে, হয়ত বা সেও কম্বল দিয়েই ছেলেটার শরীর ঢেকে দিতে চায়, ছেলেটা হয়ত মেয়েটার মনের কথা গুলো বুঝে যায়, তার মনে পড়ে যায় সুরা মুদ্দাসসিরের প্রথম ৫ আয়াত নাযিলের কথা । যখন রাসুল (ছা:) সুরা আলাকের ৫ আয়াত নাযিলের সময় ভয় পান, বাসায় এসে কম্বল দিয়ে খাদিজা (রা:) রাসুলুল্লাহ কে আবৃত করে দিয়ে, শান্তনার বাণী শুনিয়েছেন।। নাযিল হয়েছিল মুদ্দাসসিরের ৫ আয়াত।

সাইরাহ জানো,

প্রতিদিন মেয়েটা সাজুগুজু করে বসে থাকে, ছেলেটা বাহির থেকে যখন বাসায় ফিরে আসে তখন দরজা টা খুলে দেয়। আর ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে অর্ধাঙ্গিনীর দিকে। মেয়েটা ছেলেটার ব্যাগ টা কাধ থেকে খুলে নিয়ে, ছেলেটাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়, হাজার বারণ সত্বেও ছেলেটার জুতা গুলো খুলে দেয় মেয়েটা, ছেলেটা বার বার নিষেধ করে, মেয়েটা বলে,

- আপনি রাস্তার শত লোকের সামনে আমার জুতার ফিতে বেধে দিলে সেটা আপনার ভালবাসা, দায়িত্ব। তবে আমি আপনার জুতা খুলে দিলে সেটা কি আমার দায়িত্ব নয় ? আমি কি আপনাকে ভালবাসি না ?

ছেলেটা মেয়েটার যুক্তির কাছে হেরে যায়, জুতা, মোজা খুলে দিয়ে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেয় ফ্রেশ হতে। মেয়েটা একটা অদ্ভুত নিয়ম করে দিয়েছে, বাহির থেকে এসে বা যে কোন কারণে ফ্রেশ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সাধারণ হাত-মুখ ধোয়া যাবে না, অযু করতে হবে। ছেলেটা মাঝে মাঝে অযুতে প্রতিটা অঙ্গ একবার করে, মেয়েটা দেখে বলে।

- আবার ফাঁকিবাজি ?

- কিসের ফাঁকিবাজি করলাম ?

- ১ বার করে প্রতি অঙ্গ ধইলেন যে ?

- কেন বোখারী ১৫৭ হাদিস খোল যাও। ১ বার করে ধোয়ার হাদিস আছে। সহীহ হাদিস বাবা। যাও মিলাও গিয়ে।

- ও আপনি আমাকে ১৫৭ নম্বর হাদিস দেখাচ্ছেন ? তা আপনি কি ১৫৯ নম্বর হাদিস টা দেখেন নাই ? যে তিন বার ও ধুইতে বলা আছে ?

- ক্যান একবার ধুলে সমস্যা কি ? ওটাও তো রাসুল ছা: করেছেন, আবার ১৫৮ তে দুই বার ধোয়ার ও হাদিস আছে। দুটাই তো জায়েজ।

- অবশ্যই জায়েজ, কিন্তু একটু বাকি আছে।

- কি বাকি বলেন মহারাণী।

- বোখারী ১৫৯ এ বলা আছে, রাসুল ছা: প্রতিটা অঙ্গ ৩ বার করে ধুয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উযূ করবে, অতঃপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

- তা এখন থেকে ৩ বার করেই ধুতে হবে কিন্তু। আর মিস্টার এখন কি করবেন বলে দিতে হবে কি ?

- কি করব ?

- নাহ আপনাকে নিয়ে পারা যায় না আর। অযু করলেন সালাত পড়বেন না এখন ?

- আমি তো মাগরিব সালাত পড়েই এসেছি। ইশার তো আযান ই দিল না। এখন আবার কোন সালাত ?

- শোনেন, আপনার প্রিয় আবূ হুরাইরা রা: হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছা: বিলাল রা: কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে বিলাল। আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ।। কেননা, আমি মি'রাজের রাতে জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।"

বিলাল রা: বললেন, "আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।"

আর এই হাদিস টা বুখারী **১১৪৯** তে, মুসনাদে আহমাদ এ **৮১৯৮** তে, আর রিয়াযুস স্বলেহীনে **১১৫৩** নম্বরে আছে, সহীহ মুসলিমেও আছে কিন্তু আমার নম্বর টা মনে নাই ।

নেন এত্ত গুলা রেফারেন্স দিলাম, আপনি তো রেফারেন্স ছাড়া কথা বিশ্বাস করেন না। এখন সালাত পরেন।

সেদিন থেকেই নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, তাহিয়্যাতুল ওযুর সালাত। মেয়েটা পারেও বটে। ছেলেটা খুব খুশি হয়ে সালাত আদায় করতে যায়। কৃতজ্ঞতা আদায় করে রবের কাছে এমন একজন বউ পেয়েছে বলে।

রাতের খাবারের সময়, মেয়েটা একটা মাত্র প্লেট আর একটা মগ নিয়ে আসে, একটা প্লেটে করেই ওরা খায়, ছেলেটা হাঁড়ের যেখানে থেকে গোশত ছিড়ে নেয় মুখ দিয়ে, মেয়েটাও ঠিক একই জায়গা থেকেই গোশত ছিড়ে খায়, যেখানে মেয়েটা মুখ লাগিয়ে পানি খেয়েছে, ছেলেটাও সেখানেই মুখ লাগিয়ে পানি খায়। দুজনেরই রাসুল (ছা:) ও আইশা (রা:) এর কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েটা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসে, ছেলেটাও

মুচকি হাসে।

মেয়েটা ঘুমানোর আগে নতুন মেসওয়াকের ডাল টা দাত দিয়ে থেতলে দেয়, যেন ছেলেটাকে কষ্ট করে ডালের মাথাটা থেতলাতে না হয়। ছেলেটা মেয়েটার থুথু মাখা ডাল টা দিয়েই মেসওয়াক করে, ছেলেটা জানে, মেয়েটা আইশা (রা:) কে ফলো করেছে, আইশা রা: ও এভাবেই রাসুল ছা: এর মেসওয়াকের ডাল টা নিজের দাত দিয়ে নরম করে দিয়েছিলেন। ছেলেটা, মেয়েটার মায়াবী মুখটার দিকে তাকিয়ে হাসে । মেয়েটা হয়ত একটু লজ্জা পায়।

শীতে ঘুমাবার সময়,
মেয়েটা, লেপের উপরের ছোট কাথা টা ছেলেটার গায়ের উপরেই দেয় নিজে না নিয়ে,, ছেলেটা আরামে ঘুমাতে থাকে, মেয়েটা ভাবে, এভাবেই হয়ত, রাসুল (ছা:) এর স্ত্রী, নিজের গায়ের নিচে কাথা না নিয়ে শুধু চাটাইয়ের উপরে ছিল, আর রাসুল (ছা:) কে দুই ভাজ করে কাথাটা গায়ের নিচে দিয়ে ছিল, যেন রাসুলুল্লাহ (ছা:) এর পিঠে দাগ না পরে যায়।। সে নাহয়

কাথাটা গায়ের উপরেই দিল। মেয়েটা নিজের মাঝেই হাসতে থাকে, সেও তার স্বামীর জন্য নিজের ইচ্ছে, সুখ টাকে বিষর্জন দিয়ে দিয়েছে।

প্রচন্ড শীতেও মেয়েটা তার সেই মানুষ টাকে ডেকে তুলে অযু করিয়ে তাহাজ্জুদ নামক ছালাতে মহাপরাক্রমশালীর সামনে বসে কাঁদে। তার ইচ্ছে, পাশের মানুষ টাকে নিয়ে জান্নাতে থাকবে। মেয়েটা পাখির ডাকে ঘুম থেকে ওঠে না, পাখি গুলোই তার কান্নার শব্দ শুনে জেগে ওঠে ঘুম থেকে।। পাশে ছালাত রত মানুষ টার ছালাতেও বিঘ্ন ঘটে মেয়েটার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্নায়। ছেলেটা হয়ত, মেয়েটার মায়াবী চোখ দুটো মুছে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। সেও তো সর্বশক্তিমানের সামনে অবস্থান রত, কিভাবে মেয়েটাকে ছুয়ে দেবে ?

মেয়েটা পাশের মানুষ টাকে সাজিয়ে দেয়। চুল আচড়িয়ে, পাগড়ী পড়িয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দেয় ফযরের ছালাতে। ফযর শেষ করে ছেলেটা ফিরে আসে, বিছানায় শুয়ে থেকেই সে হয়ত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে, কুর'আনের আয়াতে মেয়েটার

চোখের পানি গুলো একাকার হয়ে যায়, প্রচন্ড কান্না জড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়,,

ফাবি'আইয়ি আলা ইরাব্বিকুমাতু কাজ্জিবান।

গল্পটা সাইরাহ'র ভাল লেগেছে কিনা, শুহাইবিল জানে না। মেয়েটার চোখে পানি। মেয়েটার গালে হাত দিয়ে নিচু মাথাটা উচু করে শুহাইবিল।

- গল্পটা কার, বলতো ?
- জানিনা।
- তুমি জানো, আমি জানি।
- আপনিই বলেন।
- গল্পটা তো আমার জীবনের গল্প।

শুহাইবিল, সাইরাহ'র নাকের সাথে নাক লাগিয়ে, ফিসফিসিয়ে বলে,,

গল্পটা আমার সাইরাহ সুলাইমের।

তোমাকে নিয়ে গল্প বলতে আমার খুব ভাল লাগে, তুমি-ই তো

আমার গল্প।

মেয়েটা কিছু বলে না, হয়ত এই মৌনতার কারণও ভালোবাসা। ভালোবাসার অনেকগুলো স্তর আছে। হয়ত সাইরাহ-শুহাইবিলের ভালোবাসার সীমানা, হয়ত ওদের নিজেদের কেই ছাড়িয়ে গেছে, ছাড়িয়ে গেছে এই পৃথিবীর জীবনকে, এই পৃথিবীর মুহুর্ত গুলো কেও।
সাইরাহ, শুহাইবিলের হাতটা বুকে জড়িয়ে ধরে, কান্নার মাঝেও মুচকি হাসি দিয়ে বলতে থাকে,
Insha Allah, We'll be continue In Jannah ...

সাইরাহ শুহাইবিল ০৯

- আপনি একটু সরে বসেন না ?

- আর কত সরে বসব ?

- তাই বলে আপনি আমার গায়ের উপরে বসবেন নাকি ?

- কখন আমি তোমার গায়ের উপরে বসলাম ?

- এখনো তো বসেই আছেন।

- এটা কি গায়ের উপরে বসা হইল নাকি ?

- এটা যদি গায়ের উপরে বসা না হয় তবে কোনটা গায়ের উপরে বসা ? আপনিই বলেন।

"দাড়াও দেখাচ্ছি" বলেই ছেলেটা মেয়েটার কোলের উপরে বসতে ধরে, মেয়েটা আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে ছেলেটাকে বসিয়ে দেয় নিজ সীটে ।

- মাথা খারাপ হইল নাকি আপনার ?

- তুমিই তো বললা, তাই দেখাইতে চাইলার আর কি।

- আপনার কি কোন লজ্জা নাই ? এভাবে বাসের মাঝে একটা মেয়ের সাথে এমন করতেছেন ?

- নাহ, কোন লজ্জাই নাই আমার, ছোট বেলায় একবার বাজারে গেছিলাম, লজ্জাটা পকেটে ছিল, কখন যে হারায় গেছে টেরই পাইনাই, সেই থেকে লজ্জা নাই আমার, বুঝলা ?

- মজা করে মিথ্যা মিথ্যা বলা হারাম।

- রেফারেন্স আছে ?

- রাসুল ছা: বলেছেন, “সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদেশ্যে মিথ্যা বলে । তাঁর জন্য সর্বনাশ, তাঁর জন্য সর্বনাশ। ” ফোনে সহিহুল জা'মে থাকলে বের করে ৭০১৩ নম্বর মিলিয়ে নিন।

- সহিহুল জা'মে নাই, বোখারী, মুসলিম আছে। সহীহ মুসলিমেও আছে, তিরমিজিতেও আছে, ওগুলার নম্বর মনে নাই।

- বুঝছি, আর বলব না ।

- এখন সরে বসেন, আবার তো গায়ের উপরে উঠে বসতেছেন।

ছেলেটা কিছুটা সরে বসে, বাসের পিছনের দিকের সিটের বেশীর ভাগ টাই ফাকা, সামনের ৪/৫ সারি তে যাত্রী আছে।

ওরা পিছন থেকে ২ টা সিট আগে বসেছে, ওদের সামনে ২ টা সিটে কোন যাত্রী নাই, পিছনেও নাই।

এক ভদ্রলোক হঠাৎ পাশের সিটে এসে বসলেন,

- কি ব্যাপার ভাই? অনেক ক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম আপনি ওই আপাকে ডিস্টার্ব করতেছেন ?

- কোন আপা, ভাইজান ?

- আপনার পাশের উনি। কি ভাই, মেয়ে দেখলে মাথা ঠিক থাকে না ? দেখতে তো হুজুর, তা এত সিট ফাকা থাকতে হুজুর হয়ে মেয়ে মানুষের পাশে গিয়ে বসেছেন কেন ?

ছেলেটা কিছু বলতে যাবে, মেয়েটা বলে ওঠে,

- ভাই আপনি প্লিজ আপনার সিটে যান,আমাদের নিজেদের মাঝের ব্যাপার টা আমরাই ঠিক করে নিব ইনশাআল্লাহ।

সাইরাহ এই জবাবে লোকটার মুখে আমাবস্যার রাত নেমে আসে, যার জন্য চুরি করল সেই বলল চোর। ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রস্থান করেন।

ওদের ঝগড়া লেগেছে, সকাল বেলা, ঝগড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, সুই আর সুতা কে কেন্দ্র করে।

শুহাইবিল ভার্সিটি যাবে, পাঞ্জাবির বোতাম ছিড়ে গেছে, সাইরাহ কে বলেছে সুই আর সুতা আনতে, সাইরাহ এনেও দিয়েছে, কিন্তু শুহাইবিলের চোখের সমস্যার জন্য সাইরাহ বলেছে "দেন আমিই সেলাই করে দেই।"

ততক্ষণে শুহাইবিলের সেলাই এর কাজ মাঝপথে, শুহাইবিল শুধু মজা করে বলেছিল, "বুঝলা, সাইরাহ, আমি একা একাও কাজ পারি।"

কথাটা শুহাইবিল মজার ছলে বললেও,

সাইরাহ'র খারাপ লেগেছে।

- তার মানে, আমাকে ছাড়া আপনার চলবে, তাইনা ?

- এই আমি তো মজা করে বললাম, তুমি কি রাগ করলা ?

- নাহ।

- বিশ্বাস কর, আমি মজা করে বললাম।

- কোন মজা না, আপনি সত্যিই বলছেন।

- আমি একা পারি সেলাই, সেটাই বুঝাইলাম।

তুমি তো উলটা বুঝতেছো।

- হোক, আমাকে আপনি আব্বুর বাসায় রেখে আসবেন আজ, আপনি এখানে একাই থাকেন।

- সাইরাহ, ভুল হয়ে গেছে, কান ধরতেছি।

- কোন কান ধরাধরি নাই, আমারে রেখে আসেন।

- ও বাবা, আমি আবার রেখে আসব কেন? যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে একাই যাও।

- যে নারী আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে জেনে রাখ, তার জন্য অনুমতি নেই যে, সে আপন স্বামী অথবা মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর সমান দূরত্বে একাকী ভ্রমণ করবে.। সহীহ মুসলিম হাদীস নম্বর ১৩৩৮, নেন হাদিস দিছি। এখন আমাকে রেখে

আসেন।

- ভার্সিটি থেকে আসি, রাতে রওনা দিব ইনশাআল্লাহ।

এই সুযোগ এ শশুড় বাড়িতে ভাল মত খাওয়া দাওয়া হবে, এটা ভেবে শুহাইবিল ও এক পায়ে খাড়া। রাত ১১ টার বাসে রওনা দেয় ওরা, সাইরাহ'র বাবার বাসার উদ্দেশ্যে.।

শীতের রাত, তবু মেয়েটা বাসের জানালা টা সামান্য খুলে দেয়, হু হু করে ঠান্ডা বাতাস যেন ভিজিয়ে দিয়ে যায় শুহাইবিল কে, চোখ দুটো যেন বুজে আসে, কখন যেন ঘুমিয়ে যায়..

- এই যে। ওঠেন

- কি ?

- আমার কাধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন কেন ?

- বউ এর কাধে মাথা রাখলে তোমার কি ?

- তোমার কি মানে ? ফযরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, বাসের মাঝেই সালাত আদায় করে নিন।

- ওযু তো করার উপায় নাই, তায়াম্মুম কিভাবে করব এখন ?

মাটি পাবো কই ?

- কই আর পাবেন, মাটির ঢিলা আমি নিয়ে আসছি সাথে করে।

- আচ্ছা তায়াম্মুম এর নিয়ম টা বলত, আবার শুনে নেই।

- কাজের জিনিষ তো একটাও আপনার মনে থাকেই না।

শোনেন, পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটিতে দুই হাত একবার মারবেন। অতঃপর ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলে প্রথমে মুখমন্ডল তারপর দুই হাত একবার কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবেন। বুঝছেন ?

- আবু দাউদের ৩১৮ নম্বরে না দেখেছিলাম দুইবার হাত মারতে? তুমি একবার বললা যে ? তোমার কথার রেফারেন্স দাও দেখি।

- আবু দাঊদে দুইবার হাত মারা ও পুরো হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ বিশুদ্ধ হলেও সেগুলো মূলতঃ কতিপয় ছাহাবীর ঘটনা মাত্র, যা রাসূল ছা: তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে ঘটেছিল।

আর আমার কথার রেফারেন্স মিলিয়ে নিন ছহীহ বুখারী ৩৩৮, মুসলিম ৮৪৬, মিশকাত ৫২৮।

- এত্ত রেফারেন্স কেম্নে মুখস্ত করছো ?

- আপনার মন মানুষ কে সামলাতে গেলে এই মুখস্ত ও কম হয়ে

যায়, কথায় কথায় খালি দলিল আর দলিল, যান সালাত পড়েন।

- পশ্চিম দিকে কিভাবে সালাত পড়ব, গাড়ি তো একেক দিকে একেক বার যায়।

- চেষ্টা করবেন, কিবলা মুখি হওয়ার কিন্তু সম্ভব না হলে যে কোন মুখেই সালাত হয়ে যাবে, সূরা আল বাক্বারাহ তে ১১৫ নম্বর আয়াতে আছে পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও না কে সেদিকই আল্লাহর দিক। যান তাড়াতাড়ি, আপনার সালাত শেষে আমি পড়ব সালাত, আপনি চাদর দিতে আমাকে আড়াল করে রাখবেন তখন। যেন কেউ না দেখতে পারে।

শুহাইবিল ফাকা দুইটা সিটের উপরে বসে সালাত আদায় করে উত্তর দিকে মুখ করে, এর পরে চাদর দিয়ে আড়াল করে সাইরাহ কে, সাইরাহ'র সালাত আদায় শেষে দুজনই আবার নিজেদের সীটে ফিরে আসে.।

- আমাকে আর সত্যিই লাগবে না আপনার ?

- তুমি আমি লাড্ডু গুড্ডু

আর তো নেই পাছে,

বউ ছাড়া আমার জীবন

কেমন করে বাচে ?

- শোনেন আপনার এই ঢং মার্কা ছড়া শুনে কিন্তু আরো রাগ লাগে।

- পাশেই যদি বসে থাকিস

কেন করিস রাগ ?

আমার ঢং ভালো না লাগলে

এখান থেকে ভাগ।

- তুই আমাকে ভাগতে বললি.?

- এ সাইরাহ, তুমি আমাকে আপনি থেকে ডাইরেক্ট তুই করে বললা ?

- বলবই তো আপনি আমাকে ভাগতে বললেন কেন?

- ওটা তো মজা করে বলি। তবে তোমার মুখ থেকে তুই ডাক টা আমার সেই রকম ভাল লাগছে।

- নাহ, আপনি সম্মানী, আপনাকে ওটা বলা ঠিক হয় নাই,আমাকে

ক্ষমা করে দিয়েন ইনশাআল্লাহ।

- হুহুহু, আচ্ছা দিলাম যাও। তুমি না আমার একটাই বউ।

সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে বাস পৌছে যায়, নেমে যায় ওরা বাস থেকে। বড় ব্যাগ টা শুহাইবিলের হাতে আর সাইরাহ'র হাতে ছোট্ট পার্টস ব্যাগ। বাড়ি ফেরার পথেই একটা ফিরতি টিকেট করে নেয় শুহাইবিল, ভার্সিটি খোলা তাই থাকার কোন উপায় নেই, বিকেল ৫ টার বাস।

- আজই চলে যেতে হবে?

- হুম

- কেন?

- ভার্সিটি।

- ২/১ দিন মিস দিলে কি সমস্যা হয় ?

- মিস দেয়া যাবে না।

- ঠিকাছে যান। এক্ষুনি যান, আপনাকে বাসাতেও যাইতে হবে না, আমি একাই পারব যেতে...

- এসেছি যখন আব্বা- মা'র সাথে দেখা করেই যাই।

সাইরাহ কথা বলে না, খুব রাগ করে আছে.! আর শুহাইবিল ওর হাত টা শক্ত করে ধরে ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সাইরাহ দের বাসায় পৌছে সবার সাথে দেখা শেষে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে শুহাইবিল সোফায় গা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে, আর সাইরাহ মায়ের সাথে কাজে লেগে যায়।
হঠাৎ সাইরাহ'র মা এর প্রবেশে উঠে বসে শুহাইবিল ।

- শুহাইবিল, আব্বু সাইরাহ বলল তুমি নাকি আজই চলে যাবা ? এটা কোন কথা হইলো ?
- মা, আসলে ভার্সিটি খোলা, তাই থাকা হচ্ছে না।
- ওহ, সাইরাহ কেও তবে সাথে নিয়ে যাও। একা একা খাওয়া দাওয়া করবা কই ? রান্না করবা কিভাবে ?
- মা ওটা ম্যানেজ হয়েই যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না ইনশাআল্লাহ।
- বাবা সাইরাহ কে ছাড়া বাসায় গিয়ে একা একা থাকতে ভাল লাগবে ?
- না মা, সেটা তো কখনোই লাগবে না।

- আচ্ছা, দুপুরে কি রান্না করব তোমার জন্য ?গরুর গোশত করি, ইনশাআল্লাহ ? তোমার তো অনেক প্রিয়।

- আচ্ছা মা রান্না করেন।

দুপুরে খাওয়া শেষে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম আর আসরের সালাত শেষে শুহাইবিল রেডি হয়ে যায়। সাইরাহ বিছানায় শুয়ে আছে, অন্য দিকে মুখ করে।

- সাইরাহ, চলে যাচ্ছি।

- যান।

- হুম, তবে যাওয়ার সময় তোমার হাসি মুখটা দেখার ও সৌভাগ্য হইল না.! আচ্ছা থাকো। আসসালামু আলাইকুম।

শুহাইবিল ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়, বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে পরে বাসা থেকে। রাস্তা থেকে ৩য় তলায়, সাইরাহ ঘর এর জানালা টা দেখা যায়, কিছুটা এগিয়ে শুহাইবিল পিছু ফিরে জানালার দিকে তাকায়, মাইনাস ৫ ক্ষমতার চশমার লেন্সের ভিতর দিয়ে জানালায় অস্পষ্ট ভাবে সাইরাহ কে দেখতে পায় ও, সাইরাহ

তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে শুহাইবিলের দিকে।

ফোনের রিংটোন টা শুহাইবিলের কান এড়ায় না, ফোনের ওপাশে সাইরাহ জোরে জোরে কান্নার শব্দ গুলো যেন শুহাইবিলের চোখ গুলোকেও ভিজিয়ে দেয়, কান্নার মাঝের অস্পষ্ট কথা গুলো শুহাইবিল কেন জানি সহজেই বুঝে যায়,
"আমাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে" সাইরাহ'র এই কথাটার মাঝে যেন শুহাইবিল উপলব্ধি করে পরম ভালবাসায় এক প্রবল ধাক্কা। কেন জানিনা মেয়েটার কান্নায় বুক টা ভারী হয়ে আসে, ভারী বুকে নিয়েই শুহাইবিল ফিরে যেতে থাকে সাইরাহ'র বাসার দিকে, আস্তে আস্তে জানালায় স্পষ্ট হতে থাকে অশ্রুতে ভেজা সাইরাহ'র চোখ দুটো....

সাইরাহ শুহাইবিল ১০

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শুহাইবিল, হাতে দুইটা সাদা খাম। মুখটা অনেক উজ্বল হয়ে আছে, কতক্ষণে সাইরাহকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাওয়া ২ টা রহমতের কথা বলবে, তর যেন সইছেই না।

কিন্তু শুহাইবিল নক করেই যাচ্ছে, সাইরাহ দরজা খুলছে না। সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো ? সাইরাহ তো কক্ষনোই এমন করে না। শুহাইবিল যখনই ভার্সিটি থেকে বাসায় আসে, সাইরাহ তার আগে থেকেই খুব সুন্দর করে সাজুগুজু করে থাকে আর অপেক্ষা করে শুহাইবিলের জন্য। শুহাইবিল এলে দরজা লাগিয়ে দিয়েই স্বামীকে আগে জড়ায় ধরে।

কতদিন শুহাইবিল বলেছে,

- আহ রে, দেখনা আমি ঘেমে একাকার হয়ে গেছি, আমি ফ্রেশ

হইলে নাহয় তুমি জড়িয়ে ধর, কিন্তু এই ঘেমে থাকা অবস্থাতেই কেউ জড়িয়ে ধরে কেউ ?

- কেন আমি আমার স্বামীকে জড়িয়ে ধরতে পারব না ?

- পারবে তো, কিন্তু তোমার সাজ টা যে নষ্ট হয়ে যাবে।

- তা আমি তো আপনার জন্যই সাজুগুজু করি, আপনাকে জড়িয়ে ধরলে যদি নষ্ট হয়, তো হবে। আর আপনাকে জড়িয়ে ধরলে কোনদিন সাজুগুজু নষ্ট হয়না, আমি তো আমার পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরি।

- ওরে আমার লক্ষী।

- এটা কি বললেন ?

- তোমাকে আদর করে বললাম।

- লক্ষী বললেন যে ?

- ওটাই তো আদরের ডাক।

- সেটা তো বুঝেছিই, আপনি লক্ষী বললেন কেন ? এটা আর বলবেন না।

- কেন এটার আবার কি সমস্যা ?

- সমস্যা হইল, ওটা অন্য ধর্মের একটা মুর্তির নাম, যাকে তারা ধণ সম্পদের দেবী হিসাবে পুজা করে, অথচ সকল কিছুর ক্ষমতা

কেবল মহান আল্লাহ্'র-ই, তিনি ব্যতিত কোন শক্তি নেই, কোন ক্ষমতা নেই।

- আলহামদুলিল্লাহ্, বুঝতে পারলাম, এতটা সুক্ষ ভাবে চিন্তা করিনি রে।

- হুহুহু, বুঝেছি তো।

- সাইরাহ তুমি সত্যিই আমার জীবনের উত্তমসঙ্গী, আচ্ছা তোমার উত্তম সঙ্গী নিয়ে হাদিস টা মনে আছে ?

- কোন হাদিস টার কথা বলছেন ? সহীহ বোখারীর ? আবু মুসা রা: থেকে যে বর্ণিত ? ওই যে রাসুল ছা: বলেছেন,

"সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না । হয় তুমি আতর কিনবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।"

এটার কথা বলছিলেন?

- হ্যা হ্যা এটাই। বাহ তুমি তো "ম" বলতেই মদিনা বুঝে যাও। তো, এটা কত নম্বর হাদিস মনে আছে..?

- হুম, ২১০১ নম্বর, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ঈমাম বোখারী

রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

- তুমি আমার সেই সৎ সঙ্গী যে আমাকে প্রতিটা পদে পদে ভুল থেকে শুধরে দেয়।

- আলহামদুলিল্লাহ্, আপনিও আমার জীবনে ঠিক একই।

- হুহু, আচ্ছা সাইরাহ আমি যে খালি তোমার থেকে রেফারেন্স চাই, তুমি কি রাগ করো ?

- উহুম, নাহ, এটা কি রাগ করার কিছু হইল নাকি ?

- হুহু, আমি আসলে রেফারেন্স কেন চাই জানো ?

- কেন কেন ?

- ওই যে সুরা বাকারায় ২৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন না যে, ইব্রাহীম আ: আল্লাহ্ কে বলছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি মৃত কে কিভাবে জীবিত কর, আমাকে দেখাও।" তখন আল্লাহ্ বলছিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর না.?" তখন তো আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় পিতা ইব্রাহীম আ: বলেছেন, "অবশ্যই করি, কিন্তু এ জন্যই দেখতে চেয়েছি, যেন অন্তরে প্রশান্তি লাভ করি।"

আমি এই প্রশান্তি লাভের জন্যই খালি তোমাকে রেফারেন্স রেফারেন্স করি, বুঝলা সাইরাহ মনি ?

শুহাইবিলের কথায় মেয়েটা হাসতে থাকে, পিতা ইব্রাহীম আ: ও দেখতে চায় অন্তরের প্রশান্তির জন্য সন্তান ও দেখতে চায় অন্তরের প্রশান্তির জন্য।

তখন থেকে শুহাইবিল দাড়িয়েই আছে, এমন তো হওয়ার কথা না ? সাইরাহ দরজা খুলছেনা কেন। বুকের ভিতরটা কোন এক অজানা ভয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। শুহাইবিল বুঝতে পারছে না কি করবে। হৃদকম্পন অনেক বেড়ে গেছে ওর। হালকা ব্যাথা করছে বুকে। দুশ্চিন্তায় ওর শরীর ঘেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ সাইরাহ দরজা খুলে দেয়,

- আসসালামু আলাইকুম, এই তুমি ঠিক আছো তো, এত্তক্ষণ কই ছিলা..?

- ওয়ালাইকুমুস সালাম, রাগ করছো..?

- না না রাগ করব কেন ? তুমি সুস্থ আছো তো ? দেরী হইল যে এত দরজা খুলতে ?

- আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এত্ত ঘুম ধরেছিল আমি বুঝতেই পারিনি।

- হুম বুঝেছি, আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল, পুরা রাত টাই তো সালাত পড়, আল্লাহ্ তো সুরা মুযামমিল, ২য় আয়াতে বলছেন, "রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে।" আল্লাহ্ তো ঘুমাতেও বলেছেন, না ঘুমালে চলবে ?

- হুম বুঝেছি।

- আমি গোসল করে আসি, খুব-ই ক্ষুধা লাগছে, তুমি খাবার টা রেডি কর।

"জানেন, আমি না রান্নাও করিনি কিচ্ছুই। এমন ঘুম ঘুমাইছিলাম, টেরই পাইনাই। গোসল ও করিনি।" বলেই সাইরাহ মাথা নিচু করে বলে, ওর কথা গুলো কেমন যেন হয়ে যায়, যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে।

- এই পাগলি মেয়ে এভাবে কথা বলছো কেন ?

- আপনার ক্ষুধা লেগেছে, আর আমি আপনাকে এখন খাবার দিতে পাচ্ছিনা, আপনাকে আমি কষ্ট দিলাম।

- তাতে কি হয়েছে রে ? এভাবে ছোট দের মত কেউ করে ? তুমি তো ঘুমিয়েছিলে, আর ঘুমিয়ে থাকা ব্যাক্তির উপরে কলম

উঠিয়ে নেয়া হয়, মানে শরিয়ত মাফ, আবু দাউদে ৪৪০১ নম্বরে আছে তো। আর এমনিতে সারাদিন তো কষ্টই কর, ২/৪ দিন এমন হইলেও সেটা কোন ব্যাপার ই না।

- হুম বলছে আপনাকে ব্যাপার না। তাইলে খাবেন কি ? হুম ?

- বাহির থেকে কিনে আনে একসাথে খাইতাম।

আচ্ছা যাও তো তুমি গোসল করে নাও, তারপরে রান্নায় যাও। তারপরে আমি গোসলে যাব। ইনশাআল্লাহ।

সাইরাহ গোসল শেষ করে, রান্নার কাজে লেগে যায়। শুহাইবিল গোসলে ঢুকে বালতিতে সাইরাহ'র কাপড় ভিজানো অবস্থায় দেখতে পায়। বুঝতে বাকি থাকে না, স্বামীর ক্ষুধার কথা বেশী চিন্তা করতে করতে গোসলের পর দ্রুত রান্না ঘরে চলে গেছে সাইরাহ।

শুহাইবিল গোসল শেষে সাইরাহ'র জামা,পায়জামা গুলো ধুয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলে, ওর হাতে নিজের জামা কাপড় দেখে সাইরাহ দৌড়ে এসে কাপড়গুলো নিয়ে নেয়।

- এই পন্ডিত ছেলে, এগুলা আপনাকে ধুইতে বলছে কে ?
আপনাকে আমি কাপড় ধুইতে বারণ করেছি না, আপনি গোসল শেষে আপনার কাপড় গুলোও রেখে আসবেন, আমিই ধুয়ে দিব। কথা তো শোনেন-ই না, উলটো আমার গুলোও ধুয়ে বের হয়েছেন। আমার মনেই ছিলনা আমার গুলো ধুয়ে দেয়ার কথা.। কি যে হইল আজ....

- কি আবার হবে, আমার একটা সুন্নাহ পালন হইল,আলহামদুলিল্লাহ্। স্ত্রীর কাজে সহায়তা করা কিন্তু সুন্নাহ।

- শুকরান, জাযাকাল্লাহ খায়রন।

- ওয়া আন্তুম ফি যাজাকিল্লাহ খায়রন।

শুহাইবিল লক্ষ্য করেছে, সাইরাহ'র চোখে-মুখে ছিল প্রশান্তির ছাপ।
শুহাইবিলে হাত-পায়ে তেল দিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে সাইরাহ'র পাশে বসে।

- এখানে আবার কি ?

- কেন রান্না ঘরে আসাও যাবে না ?

- যাবে তো, এখানে পিয়াজ মরিচ কাটতেছি, আপনার চোখ কিন্তু জ্বালা করবে, আপনি যান তো এখান থেকে।

- তা তোমার জ্বালা করেনা ?

- করে তবে কম।

- ইহ,, জানো আইশা রা: কে রাসুল ছা: রান্নার কাজেও তো সাহায্য করতেন। আমিও করব।

- ওরে আমার পণ্ডিত রে, তাহলে সুন্নাহ পালন করতে এসেছেন বুঝি ?

- হুহু, এইতো আমার লক্ষীটি বুঝেছে।

- আবার ওটা বললেন ?

- ওহরে মনেই ছিল রে, আর কক্ষনোই বলব না। আমি তওবা করতেছি।

শুহাইবিল, সাইরাহ'র সাথে পিয়াজ মরিচ কাটতে থাকে, মেয়েটা হাসে পাগলের কান্ড থাকে। সাইরাহ'র রান্না শেষে একটা প্লেটে খাবার বেড়ে নিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতেই বসে পরে শুহাইবিলের সাথে।

- আজ কার খাইয়ে দেয়ার ডেট ?

-- আমার।

-- নাহ থাক, আজ আমিই খাইয়ে দেই, আপনার তো অনেক ক্ষুধা লাগছে। আমিই আমার ঘুমের জন্য কষ্ট কষ্ট করতে হইল।

- এটা কোন কষ্ট হইল ? তুমি দিনের পর দিন ক্ষুধার্থ রাসুল ছা: কে দেখনি ? খাদিজা রা: কে দেখনি ? আয়েশা রা: কে দেখনি ? ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেধে আবু হুরাইরা রা: কে তুমি দেখনি ?

"আবু হুরাইরা" নাম টা মুখে আসতেই, শুহাইবিলের হঠাৎ সেই সাদা খাম দুটোর কথা মনে পরে যায়।

- সাইরাহ তোমাকে একটা কথা বলাই হয়নাই ?

- কি কথা ?

- এত্ত বড় কথাটা আমি ভুলে গেলাম কিভাবে ?

- কি হইছে বলবেন তো ?

- আবু হুরাইরা রা: আমার খুব প্রিয় বলে তুমি আমাকে বলেছিলে না, যে আমাদের সন্তান হইলে, তার নাম, "হুরাইরা" রাখবা ?

-- আলহামদুলিল্লাহ্, আপনি কি পজিটিভ কিছু জেনেছেন

ডাক্তারের থেকে ?

-- আলহামদুলিল্লাহ্ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা হয়ত আবু হুরাইরা আর উম্মে হুরাইরা হয়ে যাচ্ছি,

সাইরাহ। ইনশাআল্লাহ।

মেয়েটা সম্পুর্ণ, হতভম্ব হয়ে যায়। শুহাইবিল কে জড়িয়ে ধরে খুব শক্ত করে, মুখে হাত চেপে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে, খুশিতে। খুশিতে শুহাইবিল ও কাঁদছে।

- আপনি সত্যিই বলছেন তাইনা ?

- হাহাহা, একদম সত্যি !

- আরো একটা খুশির কথা আছে, শুনবা না ?

- হ্যা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ আমাকে খুবই খুশি করেছেন।

- সাইরাহ সন্তান বাড়লে আল্লাহ্ রিযিক বাড়িয়ে দেন তাইনা ? জানো, আমি একটা চাকুরী পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ্ ।

- সত্যিইইই ? কোথায় ? আমাকে তো কিচ্ছুই বলেন নি আপনি ?

- তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। একটা পাবলিকেশন এ পেয়েছি, এক দ্বীনি ভাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ওনার ই

প্রকাশনা। শুধু মাত্র ইসলামিক সহীহ আকিদার বই-ই ওনারা ছাপান। পার্ট টাইম জব, ক্লাস শেষ করে মাগরিব পর্যন্ত সময় দিতে হবে।

- আলহামদুলিল্লাহ্ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্। আমি আল্লাহ্'র প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ, খুবই।

খাম দুইটা এগিয়ে দেয় ছেলেটা, সাইরাহ দিকে। মেয়েটা খাম দুটো বুকে জরিয়ে ধরে শুধু আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে বলতে হাসতে থাকে আবার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পরতে থাকে। শুহাইবিল বুঝতে পারে না এটাকে কি হাসি বলবে নাকি কান্না বলবে।

আচ্ছা হাসি আর কান্নার মিশ্রণ কে কি বলে ?

সাইরাহ শুহাইবিল ১১

(সকাল ১০ টা ২৩)

অনেক দিন হইল ডায়েরী লিখা হয়না। পিচ্চিটা হওয়ার পরে ওকে নিয়েই এত্তটা ব্যস্ত যে ডায়েরী লিখা ভুলেই গিয়েছিলাম। জানিনা আজ কেন জানি আপনাকে দেখে ডায়েরী টা খুব লিখতে ইচ্ছে করল। শেলভ থেকে ডায়েরি টা নিয়ে আবার লিখতে বসেছি।

আজ নিয়ে আমাদের পিচ্চিটার বয়স ১১ মাস ১৮ দিন, আর ১২ দিন পরেই ওর বয়স ১ বছর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ । ও এখন হাটতে পারে, দুটো দাত ও গজিয়েছে। আধো আধো স্বরে উম্মি বলে ডাকতে পারে আমাকে।
আচ্ছা আমাকে ও তো আরবীতে উম্মি বলে ডাকে, যদিও ওর

কথা অস্পষ্ট, বাট ও "উম-উম" শব্দ করলেই আমি বুঝে যাই ও আমাকেই ডাকছে। আপনাকে আবার "বা বা" বলে ডাকে। আচ্ছা আমাকে বলে আরবী আর আপনাকে বলে বাংলা। ও কি বুঝে যে আমার মাতৃভাষা আরবী আর আপনার বাংলা ?

আমার মনে ছিলনা আজ কত তারিখ। ঘুম থেকে ওঠার পরে থেকে অকারণে আপনার মন খারাপ দেখে আমি বুঝেছি, আজ ১৩ সেপ্টেম্বর। ২ বছর হয়েই গেল তাইনা ?
সকালে আপনাকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তখন আপনি বললেন, "কই না তো, মন খারাপ হবে কেন ?"
অথচ আপনার চোখে আমি স্পষ্ট পানি দেখেছি।
ওয়াশরুম থেকে আপনার কান্নার শব্দ গুলো আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। আপনি ওয়াশরুমে গিয়ে পানির ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে ভেবেছেন, আপনার কান্নার শব্দ আমি টের পাবো না। কিন্তু আপনার সাইরাহ আপনার কান্না বুঝবে না, এমন টা কক্ষণই ইনশাআল্লাহ হবে না।

আচ্ছা আপনার কি আমাদের ছোট্ট হুরাইরার কথা মনে পড়ে ?

আচ্ছা আপনার মনে আছে, যেদিন প্রথম আপনি ডাক্তারের রিপোর্ট এর খাম টা আমাকে এনে দিয়েছিলেন, আমি না সেদিন বিশ্বাস ই করতে পারছিলাম না যে আমি উম্মে হুরাইরা হয়ে যাচ্ছি। মনে পরে আপনাকে জড়িয়ে ধরে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিলাম। জানেন সেদিন আমি এত্ত খুশি হইছিলাম যে বলে বুঝাতে পারব না।

মনে পরে যায়, আপনি কত্তটা খেয়াল রাখতেন আমার, প্রতিটা মুহুর্তে।
শরীর দুর্বল বলে, আপনি প্রতিদিন ফযরের সালাত এর পরে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন, নাশীদ শোনাতেন আর আস্তে আস্তে আমি ঘুমিয়ে যেতাম। আর আপনি আমার পাশে বসে হাদিস পড়তেন। একদিন সকালে উঠে দেখলাম, আপনি বিছানায় পাশে নেই। আপনাকে আবিষ্কার করলাম আপনি রান্নাঘরে চুলায় রান্না চড়িয়ে দিয়ে রাতের থালা-বাটি গুলো পরিষ্কার করছেন, খুব অবাক হয়ে বলেছিলাম..

- আপনি রান্নাঘরে কি করেন.?

- তুমি উঠলা কখন ?

- এইমাত্রই আলহামদুলিল্লাহ্।

- এই তো রান্নাটা চড়িয়ে দিয়েছি, ভাত হয়ে গেছে, তুমি ঘরে গিয়ে বস, আমি মাঝা-ঘসা শেষ করে খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

- আপনি এগুলা করছেন কেন ? এগুলা আমার কাজ, আপনাকে করতে বলল কে ?

খুব হাসি মুখ নিয়ে বলেছিলেন, "রাসুল ছাঃ শিখিয়ে দিয়েছেন।"

আপনার কথাটা শুনে আমি ঘরে বসে সেদিন খুব কেঁদেছিলাম, আল্লাহ্ আমাকে এত্ত সুখি করেছেন ? আপনার মত একজন রাসুলুল্লাহ ছা: এর জন্য পাগল মানুষ আমাকে এত্ত ভালবাসে ? আমি মাঝে মাঝেই আপনাকে বলতাম,

"আচ্ছা, আমি যে এত্ত সুখি, এত্ত শান্তিতে থাকি, আল্লাহ্ কি দুনিয়াতেই আমাকে সব দিয়ে দিলেন ? যারা বেশী পাপী তাদের আল্লাহ্ দুনিয়াতেই বেশী দেন, আমার খুব ভয় হয়, আমার পরকালে যে কি হবে।"

আপনি আমার গালে হাত রেখে বলেছিলেন "আল্লাহ্ তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানি করবেন, আমি আল্লাহ্ কে বলব।

সুরা হাজ্জ এর ৫০ নম্বর আয়াত মনে করে দিয়েও বলেছিলেন, "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।"

প্রতিটা দিন আপনি আমাকে নিজে হাতে তুলে সকালে খাইয়ে দিতেন। আমাকে অযুও করতে হইত ঘরের মাঝে বসে বসে, আপনি গামলা ভর্তি পানি এনে দিতেন আর আমি অযু করতাম। আপনার ভয় যদি অযু করতে গিয়ে ওয়াশরুমে পড়ে যাই।

মনে আছে, আমি হাটতে সক্ষম হওয়ার পরেও আপনি আমার জন্য একটা হুইলচেয়ার কিনে এনেছিলেন। আমি না খুব অবাক হয়ে গেছিলাম, সেদিন বলেছিলাম...

- আচ্ছা আপনি কি করেন এগুলা, আমাকে বলেন তো ?
- কি করি মানে ?
- এই যে আজ হুইলচেয়ার কিনে আনলেন কেন ?
- তুমি হেটে বেড়াও কষ্ট করে, তাই কিনে আনলাম।
- আমি তো হাটতে পারিই।

- বেশী বোঝ কেন হ্য ? কিনে আনছি, এটাতেই বসবা, হাটতে হবে না।

- বাবাহ, আবার রাগও করে। তা আমাকে কি হাটাহাটি করাও ভুলিয়ে দিবেন আপনি ?

- আমি যতদিন আছি,আমিই পাশে থাকব ইনশাআল্লাহ, তোমার না হাটলেও চলবে। যখন চলে যাব, তখন হাটিও।

- চলে যাবেন মানে ? কি বুঝাতে চাচ্ছেন ?

- কেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা, হামযা বিন আব্দিল মুত্তালিব, জাফর বিন আবী তালিব, মুস'আব বিন উমায়ের (রা:) কি সারাজীবন স্ত্রীর সাথেই ছিলেন ?

একদিন হয়ত তোমাকে রেখে, পিচ্চিটাকে রেখে সেভাবেই আমিও চলে যাব !

হয়তো মুতার প্রান্তরে বা উহুদের প্রান্তরে যাব না, হয়ত শামের কোন শহরে, হয়তবা গৌতা !

আচ্ছা সাইরাহ গৌতায় যে কুফফার শক্তি হামলা হচ্ছে, এই গৌতাই তো মালহামা বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের প্রধান ঘাটি হবে তাইনা ?"

আবু দাউদ এর ৪২৯৮ নম্বর হাদিস মনে করিয়ে দিয়ে আপনাকে বলেছিলাম, যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে ‘গৌতা’ নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত। এটাই বলেছেন রাসুল ছাঃ।

তবে আপনার কথার মর্মার্থ আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আপনার ভেজা চোখের মাঝে সেদিন আমি উম্মাহর আর্তনাদের দৃশ্য যেন আমার সামনে ভেষে উঠেছিল। সেদিন আপনার চোখ কেন যেন লাল হয়ে গিয়েছিল, আপনার চোখে আমি রাগ দেখেছি, যেমনটা এর আগে আমি দেখিনি। আপনার মাথাটা আমার কোলে জড়িয়ে ধরেছিলাম, সেদিনই বুঝেছিলাম, আপনাকে আল্লাহ্‌র জন্য কুরবানী করে দেয়ার সময়টা যেন খুবই নিকটে।

আপনার মনে আছে, আপনি কি করতেন..? আজো আমার হাসি পায় সেগুলো মনে করে।
মনে আছে, একদিন ৩ সেট ছোট ছোট জামা কিনে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাবুটার জন্য। অথচ ও তো তখন ও আমার মাঝেই। দুনিয়ার আলো দেখেইনি।

আপনি আমাকে কিচ্ছুই করতে দিতেন না, মাঝে মাঝে বলতেন যদি তোমার নিশ্বাস নেয়ার ক্ষমতা আমাকে আল্লাহ্ দিত তবে আমি সেটাও করতাম।
আপনার পাগলামী দেখে আমি শুধু হাসতাম।

যেদিন হুরাইরার জন্ম হয়, সেদিন আপনি সারাটা দিন আমার হাত ধরে বসে ছিলেন, আর কাদতেছিলেন। আমার ও খুব ভয় হচ্ছিল, আপনাকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলাম না। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে,
আপনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, "সাইরাহ আর যদি দেখা না হয় ?"
আমি বলেছিলাম, "জান্নাতে দেখা হবে, আপনি পেরেশান হবেন না, আমি যদি আর ফিরে না আসি, তবে আপনিই একাই আবু হুরাইরা হয়ে থাকবেন, আর একজন উম্মে হুরাইরা নিয়ে আসবেন। যেন আমাদের বাবুটা মায়ের অভাব অনুভব না করে।"
আপনি আমার কথা শুনতেছিলেন আর কাদতেছিলেন।

আচ্ছা, বাবুকে তো আমার বা আপনার কারো অভাবই অনুভব

করতে হয়নি।অথচ দেখুন আজকে ওর-ই অভাব আমরা অনুভব করি।

যখন আমাকে অপারেশন থিয়েটার থেকে আমাকে বেডে নিয়ে আসা হইল, শুনলাম আপনি তখন সালাতে। আরো শুনলাম অপারেশন এর পুরোটা সময় জুড়েই সালাত পড়েছেন। যখন আমার কাছে আপনি আসলেন, আপনার সেই হাসি মুখটা আমার আজো মনে পরে। এত্ত খুশি ছিলেন আপনি। এত্ত খুশির মাঝে আমার চোখের পানি আপনি খেয়াল-ই করেন নি।

যখন বাবুর করা জিজ্ঞাসা করলেন তখন বলেছিলাম,

- আপনার, সাহাবী গুমাইসা বিনতে মিলহান (রা:) এর কথা মনে আছে ?"

আপনি অবাক হয়ে বলেছিলেন,

- উম্মে সুলাইম (রা:) ? হ্যা মনে আছেই তো কেন ? আমাদের বাবুকে দেখাও না ? ওকে কি নিয়ে আসেনি এখানে ?

আপনার কথার উত্তর না দিয়ে আমি বলেছিলাম, "আপনি আমাকে বিয়ের রাতে বলেছিলেন,

- আপনি তো সাইরাহ সুলাইম।

- জ্বী কিন্তু কেন।

- আপনি উম্মে সুলাইম (রা:) হবেন ? "

আমি কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, হবো।

হাসপাতালের বেডে সেদিন আমি সাদা কাপড়ে মোড়ানো আমাদের বাবুটাকে আমার পাশে থেকে আপনার কোলে দিয়ে উম্মে সুলাইম (রা:) এর মতই আপনাকে বলেছিলাম, "আমাদের সন্তান আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র দেয়া এক পরম আমানত হিসাবে সংরক্ষিত ছিল, আল্লাহ্ তাঁর আমানত কে ফিরিয়ে নিয়েছেন।"

আপনার কান্নায় ভিজে যাওয়া দাড়ির কথা আমার মনে পড়লে আজো কান্না আসে।

আপনি সেই কান্নার মাঝেও বলেছিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ্"।

আপনাকেই প্রথম দেখেছি আমি, সন্তানের মৃত্যুতে আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে। এত্তটাই সন্তুষ্ট ছিলেন রবের প্রতি ?

আমার কান্না দেখে আপনি সহীহ মুসলিমের ৬৭ নম্বর হাদিস টা বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে দুটি চরিত্র কুফুরির পর্যায়ের। তার

মাঝে একটি হলো, কোনো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা।"
রাসুল ছা: এর এই কথাটাই আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝেই যখন আমি বাবুটার কথা ভেবে ভেবে কাঁদতাম, তখন আপনার থেকে সব সময় সুরা বাকারার ১৫৫ নম্বর আয়াত টা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ বলেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের কে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণ কারী দের।"

মনে আছে, বাবুকে দাফনের ৪র্থ দিন আপনি আমার হাতে আতর মাখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,"আর কাদবে না, ৩ দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম।"
হাদিসটা আমি রিয়াযুস স্বলেহীনে পড়েছিলাম ১৭৮৩ তে, রাসুলুল্লাহ ছা: এর স্ত্রী, আমাদের মা উম্মে হাবীবা (রা:) এর বাবা আবু সুফিয়ান রা: মৃত্যু হলে তিনি ৩য় দিনে হাতে সুগন্ধি মেখে বলেছিলেন, "রাসুল ছা: বলেছেন স্বামী বাদে যে কারো মৃত্যুতে ৩ দিনের বেশী শোক প্রকাশ জায়েজ না।"

আপনার চোখে আমি মাঝে মাঝেই পানি দেখেছি, কিছু বলিনি আর, হোক কাদুন একটু। আপনাকে আমি আমার মত করে কাঁদতে দেখিনি, আপনাকে যখন বলতাম,আপনার কষ্ট হয়না ? আপনি হেসে বলতেন, কষ্ট হবে কেন ?

ও হয়ত আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ। আমাকে বলতেন, সহীহ মুসলিমের ২৬৩৫ নম্বরে পড়নি ? হুরাইরার মত মৃত শিশুরা যখন পরকালে পিতা-মাতাকে পাবে, তখন তার কাপড় ধরে টেনে জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না।"

হোক, ও চলে গেছে আল্লাহ্ র কাছে, আর ও তো জন্মের সময়ই চলে গেছে, ওর কান্নাটাও তো শুনতে পারিনি আমি। ও হয়ত এখন জান্নাতের মাঝে বসে খেলা করতেছে। ও খেলা করুক, নিজের মত করে।

আমাদের সাথে তো ওর দেখা হবেই ইনশাআল্লাহ।

এতটুকু লিখে, সাইরাহ ডায়েরিটা বন্ধ করে তাইমিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাইমিয়া, হুরাইরার ছোট্ট বোন। শুহাইবিলের সাথে মেঝেতে বসে খেলতেছে। মেয়ের নাম ,শুহাইবিল ইমাম তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর দাদীর নামানুসারে তাইমিয়া রেখে বলেছে, ওর যখন সন্তান হবে, তার নাম হবে তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া। সেও হবে, ঈমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর মত বড় আলীম হবে, ইনশাআল্লাহ।

সাইরাহ, তাইমিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে, শুহাইবিলের বুকের উপরে বসে শুহাইবিলের দাড়ি ধরে খেলছে ও।

উম্মে হুরাইরা হয়ত হতে পারেনি,সাইরাহ।

কিন্তু তাইমিয়াও তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমানত, ঠিক হুরাইরার মত, তাহলে উম্মে তাইমিয়া হওয়াটাই বা কম কিসে ?

সাইরাহ শুহাইবিল ১২

শুহাইবিলের হাত শক্ত করে ধরে বসে আছে ও। চোখ টা কেমন যেন ছলছলে। যেন সকল মায়া গুলো উপচে পড়ছে কান্না হয়ে ওর মায়াবি চোখ জোড়া দিয়ে। শুহাইবিল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে হালকা মেঘে ঢাকা চাদের দিকে।

আল হিজাজের আকাশের চাঁদ টা যেন সর্বদাই অনেক বেশী উজ্বল হয়। যার উজ্বলতা যেন ছড়িয়ে যায় যে কোন আলোর দল কে।

চাদের আলোতে মেয়েটাকে অনেক বেশী সুন্দর দেখায়।

সময় কিছুটা গড়িয়েছে, বয়স ও কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু সাইরাহ যেন ঠিক সেই আগের মতই, সাইরাহ হয়েই রয়েছে।

যার আঙ্গুল ধরেই যেন শুহাইবিল দ্বীনের রাস্তা ধরে।

- সাইরাহ

- জ্বী

- আজ তোমার মন খারাপ করে থাকাটা কি মানায়।

সাইরাহ কথা বলে না, চুপ করে তাকিয়ে থাকে দাড়িতে ভর্তি শুহাইবিলের মুখের দিকে।

শুহাইবিল কে দেখতে সাইরাহ'র খুব ভাল লাগে। আরো ভাল লাগে ওর দাড়ি গুলোতে হাত বুলিয়ে দিতে।

- আপনাকে আর কোন দিন দেখতে পারব না তাইনা।

- হয়ত বা না, সাইরাহ। আর হয়ত দেখা হবে না এই জমিনের বুকে।

সাইরাহ মুখ চেপে ধরে কাদতে থাকে, মেয়েটা শব্দ করে করে কাঁদছে। শুহাইবিল কিছু বলে না।

কাদুক মেয়েটা, অভ্যাস করে নিক, একা একা কান্না থামানোর। আজকের পরে থেকে তো আর কেউ ওর কান্না থামানোর চেষ্টা করবে না।

মেয়েটা নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বলতে থাকে,

- শুহাইবিল।

- জ্বী।

- আমিও চাই আপনি যেন আমার কাছে কোনদিন ই ফিরে না আসেন। আপনাকে আমি আরশের ছায়ার নিচে দেখতে চাই। আমাকে নিয়ে ভাববেন না, আপনার রবই আমার জন্য যথেষ্ট। উত্তরে, শুহাইবিল কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

দামেস্কের পুর্বে, আল হিজাজের, খালিদ বিন ওয়ালিদ রোডের বাসার জানালা থেকে দুরের একটা মসজিদের সাদা মিনার দেখা যায়।

- সাইরাহ ঈসা বিন মারিয়াম আ: এমন ই সাদা কোন একটা মিনারে অবতরণ করবেন তাইনা ?

- জ্বী, সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ফিতান অধ্যায়ে আছে, সেই মিনার টা দামেস্ক এর পুর্বে হবে।

- আমাদের বাসাও তো দামেস্ক এর পুর্বেই, তাইনা ?

- হুম। কিন্তু উনি কোন মিনারে অবতরণ করবেন সেটা তো কেউ জানেনা।

শুহাইবিল মাথা নাড়াতে থাকে,

- সাইরাহ।

-- জ্বী।

-- আমাকে মিস করবা না ?

-- কিভাবে বুঝাবো আপনাকে ? ঠিক কত্তটা করব।

-- আমার পরে কাউকে বিয়ে করিও না। তাইমিয়া,শুহাইলা, উদাইসা, আমান্দা, ইসরা আর উসমান কে নিয়েই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিও। মা হয়ে ওদের সজ্জিত করে দিও রণসাজে। কুফফারের বিরুদ্ধে।

শুহাইবিল আর বলতে পারেনা কিছুই, কান্নায় ভেঙে পরে, রাত অনেক গভীর হয়ে যায়, আকাশ টায় কেমন যেন কালো মেঘ জমতে থাকে।

শেষবারের মত মেয়েটা ছেলেটার কাধে মাথা রেখে বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকে।

ছেলেটা অনুভব করতে থাকে, বৃষ্টি তাকে না ভিজিয়ে দিলেও, মেয়েটা তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে কান্নায়, এ যেন এক আত্মার টান, যে টান কোনদিন হারাবার নয়। ছেলেটা তো জেনেই গিয়েছিল,

হয়ত কোনদিন মেয়েটার কান্নায় তার এভাবে আর ভেজা হবে না, তাই সাইরাহ কে ও কিছুই বলেনা শুধু ভিজেই যেতে থাকে।

রাতে মেয়েটা শেষ বারের মত ছেলেটাকে খাইয়ে দিতে থাকে, মাঝে মাঝে মেয়েটার মুখেও খাবার তুলে দেয় শুহাইবিল, আর হয়ত কোন দিন আইশা সিদ্দিকা (রা:) ও রাসুলুল্লাহ মুহাম্মদ (ছা:) কে ফলো করে একই গ্লাসে পানি খাওয়া হবে না মেয়েটার, বা ছেলেটার মেসওয়াকের ডাল টাও চিবিয়ে নরম করে দিতে হবে না, এগুলো ভেবেই হয়ত তার কান্নার মাত্রা বেড়েই যাচ্ছিল, শব্দ না করে, বোবার মত করে কাদছিল মেয়েটা, ছেলেটা মেয়েটার গালে হাত দিয়ে বলেছিল,
"আল্লাহ্ কে বলো, ওই দিন হাউজে কাওসারের পানিটা যেন একসাথে খেতে পারি।"
মেয়েটা মাথা নেড়ে সায় দিতে থাকে।

সেদিন ছেলেটা হয়ত অর্ধাঙ্গিনীর পাশে শেষ ঘুমটা ঘুমিয়ে নেয়, মেয়েটা জেগে জেগে উপর হয়ে ছেলেটাকে দেখতে থাকে, সাইরাহ'র চোখের পানি গুলো শুহাইবিলের দাঁড়ি গুলোকে

ভিজিয়ে দেয়, স্নায়ুগত সংযোগ না থাকায় হয়ত ছেলেটা টের পায়না মেয়েটার চোখের পানিতে ভিজা দাঁড়ির সিক্ত অনুভুতি।

সাইরাহ শেষ তাহাজ্জুদে শুহাইবিলকে জাগিয়ে দেয়, মহাপরাক্রমশালীর সামনে কাদবে বলে, জান্নাত চাইবে বলে। তাহাজ্জুদ শেষে মহান রব্বুল আলামীনের সামনে জায়নামাযেই সাইরাহ, শুহাইবিলকে শেষ বারের মত বুকে জড়িয়ে ধরে, দুজনেই কাদতে থাকে, মেয়েটা শুহাইবিলকে বলে,
- হাশরের ওই কণ্টকাকীর্ণ ময়দানে আমি আপনাকে খুজে পাবো তো ?

ছেলেটা কাবার দিকে মুখ করে বলে,
"হে মহাপরাক্রমশালী, হে কাবার রব, হাশরে আমাদের আবার মিলিত করে দেবার দায়িত্ব টা কিন্তু তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি।"

শুহাইবিল, সাইরাহ'র কপালে শেষ চুমু টা একে দিয়ে বেড়িয়ে যায় তার রবের ডাকে।
কাদতে থাকে মেয়েটা। যে কান্না রব ছাড়া আর কেউ দেখেনা,

কেউ শোনেনা, হয়ত মেয়েটার কান্নাকে ছেলেটার জন্য কবুল করে নেবেন মহান আরশের মালিক।

সাইরাহ দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়।শুহাইবিল হেটে চলে যাচ্ছে। শুহাইবিল হেটেই যেতে থাকে, আর পিছু ফিরে তাকায় না। শুহাইবিলেরা পিছু ফিরতে জানেনা। তারা পিছু ফিরতে শেখে না, কারন প্রতিটা সফল শুহাইবিলের পিছনে থাকে একজন সাইরাহ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাদতে থাকে সাইরাহ। মনে পড়ে বিয়ের দিনের কথা, আবু হুরাইরার মারা যাওয়ার কথা। একসাথে রান্না করার কথা, আর হয়ত কোনদিন ছেলেটা, মেয়েটার জুতার ফিতা বেধে দেবে না, আর কোনদিন মেয়েটার চুল আচড়িয়ে দেবেনা, কোনদিন আর সুর্যোদয় দেখা হবে একসাথে। তাহাজ্জুদ এর সালাতের একমাত্র সঙ্গীকে চোখের আড়ালে চলে যেতে দেখে, সাইরা।

গৌতায় কুফফারের আঘাতে শুহাইবিলের রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন শরীর টা আর দেখা হয়না সাইরাহ’র। কেন জানিনা রক্তাক্ত ভেজা

দাড়ির মাঝেও মুখটায় হাসি লেগে থাকে শুহাইবিলের। মুরুভুমির বুকের মাঝেই সহযোদ্ধাদের সাথে চিরতরে ঘুমিয়ে যায় শুহাইবিল। আরে ফিরে আসে না সাইরাহ'র কান্না মুছে দিতে।

জাফর বিন আবী তালিব (রা:) , আব্দুল্লাহ বিন রাওহা (রা:) এভাবেই চলে গিয়েছিল মুতা'আর প্রন্তরে নিজেদের স্ত্রী হিসাবে পাওয়া সেই প্রিয়তমা মেয়েটাকে ছেড়ে, তাদের রবের ডাকে।

তার বদলে সমুন্নত করে গেছে দ্বীনকে, আমাদের একটু ভাল থাকার জন্য নিজের জীবন কে উৎসর্গ করে, নিজের প্রাণপ্রিয় ভালবাসার অর্ধাঙ্গিনী ও নিজের বিদায়ী অশ্রুকে হয়ত কোন কাল্পনিক প্যাকেটে করে গিফট হিসাবে দিয়ে গেছেন আমাদের, হয়ত সেই গিফটের প্যাকেটের উপরে সোনালি হরফে লেখা ছিল,

To
"উম্মাতে মুহাম্মদ আরাবীয়া (ছা:)"

সমাপ্ত



ডাক নাম নাহিন। জন্ম **১৯৯৭** সালের ২৭ নভেম্বর। রংপুর সদরে। **১৯৯৯** এ গাইবান্ধা চলে আসা তারপরে গাইবান্ধাতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশুনা করছি।

ইলম না থাকার পড়েও টুকিটাকি লিখতে ভালবাসি। সাইরাহ শুহাইবিল দুটি কাল্পনিক চরিত্র। এইসব গল্প গুলো মুলত নিজের ভবিষ্যৎ অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে স্বপ্ন গুলো নিয়েই লিখা। কেমন ভাবে তাকে আমি চাই, কেমন হবে সে, কিভাবে চলব তার সাথে সুন্নাহ মেইনটেইন করে। আল্লাহুম্মা আমীন।

গল্প গুলো ফেসবুকেই লিখতাম, এভাবে PDF বই বের করার পরামর্শ দিয়েছেন কিছু দ্বীনি ভাই বোনেরা। লিখার মাঝে যদি ভুল হয়ে থাকে ইনশাআল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই স্বপ্ন গুলোর থেকেও যেন আমাদের সকল মুমিন ভাই দের দাম্পত্য জীবন আরো বেশী সুখের হয়, দোয়া করি, আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম স্বামী/স্ত্রী দান করুক, আমীন। লিখা গুলোতে ভুল-ঠিক সম্পর্কে আমাকে জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

আসসালামু আলাইকুম